শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-

বিরচিতম্

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর-

শ্রীমন্নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-

বিরচিতম্

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

প্রতিশব্দান্বয়-বঙ্গানুবাদ-

সহিতম্

'গৌড়ীয়'পত্র-সম্পাদকেন

শ্রীসুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদেন

প্রকাশিতম্।

৩

শ্রীশ্রীল-আচার্য্য-আবির্ভাব-তিথি

গৌরাব্দ ৪৫৬, ২০ হৃষীকেশ

বঙ্গাব্দ ১৩৪৯, ২৯ ভাদ্র

খৃষ্টাব্দ ১৯৪২, ১৫ সেপ্টেম্বর

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ পাল

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌, ঢাকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমকল্পবৃক্ষের 'মহাশাখা' ও তদীয় অন্তরঙ্গশক্তি শ্রীশ্রীল নরহরি সরকারঠাকুর মহাশয় শ্রীব্রজলীলায় শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর 'শ্রীমধুমতী প্রাণসখী' বলিয়া খ্যাত। শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া আপামরে স্বভজন বিতরণ করেন। শ্রীল সরকারঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর সেই স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারীর প্রদত্ত বিমল-ভজন বহির্ম্মুখ-লোক কলুষিত করিবার চেষ্টা করিবে এবং তদ্দ্বারা ভক্তগণ উদ্বিগ্ন ও কুতার্কিকগণের বিতণ্ডার দ্বারা কেহ কেহ সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন, জানিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে সর্ব্বশাস্ত্র-বিচারিত অতিনির্ম্মল সুগভীর ভক্তিসিদ্ধান্তামৃতে পরিপূর্ণ 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত'-গ্রন্থ রচনা করেন।

বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ-পুনঃপ্রকটনের মূল-পুরুষ শ্রীগৌরনিজ-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত 'শ্রীভজনামৃত'-গ্রন্থ তৎসম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে (১০ম বর্ষের ১০ম সংখ্যা হইতে ১১শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত) তদ্‌রচিত 'আস্বাদ-বিস্তারিণী' ভাষাটীকার সহিত সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সজ্জন-সমাজে প্রচার করেন। ইহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শ্রীপাট-শ্রীখণ্ডের 'শ্রীরঘুনন্দন-সমিতি' হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া

উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উভয় সংস্করণই বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীবৈষ্ণবসমাজ-মুকুটমণি আচার্য্য-বর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় জগতের ভীষণতম দুর্দ্দিনের মধ্যেও 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত'-গ্রন্থের একটি অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচারিত 'শ্রীভজনামৃত'-গ্রন্থের সহিত শ্রীপাট-শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত মুদ্রিত-গ্রন্থ, তথা দক্ষিণখণ্ডের শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ ঠাকুরমহাশয়ের নিকটে অবস্থিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে প্রাপ্ত-লিপি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির (নং ২৪৪৫) পাঠ মিলাইয়া পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে পাঠান্তরের নির্দ্দেশপূর্ব্বক বর্ত্তমান সংস্করণটি মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-মুদ্রণ-কালে কোন দৈব-কারণবশতঃ ঐ-সকল পাঠ এক-সঙ্গে মিলাইবার সুযোগ হয় নাই; পরে শ্রীব্রজমণ্ডলের লিপি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির সন্ধান ও তন্মধ্যে যে-সকল পাঠভেদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই পরিশিষ্টে সংযুক্ত হইল।

শ্রীখণ্ডে অনুসন্ধান করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে'র কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। যে পুঁথিটী হইতে শ্রীখণ্ডের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বর্ত্তমানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। দক্ষিণখণ্ডের পুঁথির সহিত শ্রীখণ্ডের মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ প্রায় একরূপ। শুনিতে পাওয়া যায়, দক্ষিণখণ্ডের নিকটবর্ত্তী উখ্‌রা ও খাঁদ্‌রা গ্রামে 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে'র হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি এক-সময় ছিল; কিন্তু, তথায় অনুসন্ধান করিয়া বর্ত্তমানে কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' অতীব প্রাণস্পর্শী সুললিত পদ্য ও সুকোমল গদ্যে রচিত। এই সংস্করণে শ্লোকসমূহের প্রতিশব্দান্বয় ও সমগ্র মূলের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'আস্বাদ-

বিস্তারিণী’ ভাষাটীকাটী মূলের তাৎপর্য্যানুবাদের সহিত শ্রীল সরকার-ঠাকুরের সিদ্ধান্তের বিস্তৃতি ও পরিস্ফুর্তি-বিশেষ। উক্ত ভাষাটীকা মুদ্রিত হইলে অনুবাদের পুনরুক্তি ও গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধি হইবে, আশঙ্কা করিয়া তাহা বর্ত্তমান সংস্করণের সহিত সংযুক্ত হয় নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাঁহার ভাষাটীকার উপসংহারে ‘শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত’-গ্রন্থের যে, সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠকগণের আস্বাদনের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

“শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রকট হইয়া স্বীয় জনগণের সঙ্গে ‘শিক্ষাষ্টক’-আদি-দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া জগতে তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে সেই অপূর্ব্ব শুদ্ধধর্ম্ম প্রাকৃত ব্যক্তিগণ-দ্বারা দূষিত হইয়া অন্যাকারে প্রচারিত হইতে লাগিল। শ্রীল সরকারঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত। সেই ঘটনায় দুঃখ-প্রাপ্ত হইয়া এই ‘ভজনামৃত’-গ্রন্থ প্রভুর আদেশক্রমে রচনা করেন। তাঁহার ভজন-শিক্ষা এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয়-শুদ্ধসত্ত্বময় চরিত্রের দ্বারা এবং ‘শিক্ষাষ্টক’-দ্বারা যে শ্রীহরিনামের ভজনপ্রণালী জগৎকে দিয়াছেন, তাহাই জীবের (বিশেষতঃ কলিজীবের) একমাত্র ভজন। সাধুগুরুর আশ্রয়পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিরপরাধে সেই নামরস ভজন করিবে। সেই ভজনের ক্রম ‘শ্রীশিক্ষাষ্টকে’ ও ‘শ্রীউপদেশামৃতা’-দিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভজন-সাধনসময়ে যেরূপ সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিবার বিধি আছে, তাহা স্পষ্টরূপে এই গ্রন্থে বলিয়াছেন। স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ—এই তিন অবস্থা-ক্রমে অধিকারানুসারে ভজনদ্বারা উন্নতি হয়। অপরাধ-ত্যাগের জন্য সাধুসঙ্গ-(গ্রহণ) এবং অন্যসঙ্গত্যাগ যেরূপে করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখাইলেন। নামভজনে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও চরিতগত রসের আশ্রয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবতার অপ্রকট হইলে যে-সকল বঞ্চনা জগতে উদিত

হইবে, তাহাতে সাধকের নিশ্চয় পতন হইবে। সেই সকল বঞ্চনা হইতে ভজন-প্রয়াসীর সতর্ক হওয়াও ভজনাঙ্গ; তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। 'শ্রীশিক্ষাষ্টকা'-মৃতে যাহা কিছু বাকী ছিল বা অস্ফুট ছিল, তাহা এই অমৃতে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং, এই 'ভজনামৃত'-গ্রন্থখানি ভজন-প্রয়াসিগণের কণ্ঠহার-স্বরূপ।"

এই গ্রন্থ-সম্পাদন-কালে অধ্যাপকবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, অধ্যাপকবর শ্রীপাদ যদুবরদাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্ ও পণ্ডিতবর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ নানাভাবে সেবা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
শ্রীল-বাসুদেব-ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি
১৭ দামোদর, ৪৫৬ শ্রীগৌরাব্দ
২৪ কার্ত্তিক, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
১০ নভেম্বর, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপাকণা-প্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

বিষয়-সূচী

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী

(প্রথম ও তৃতীয় চরণ)

[শ্লোকের পার্শ্ববর্ত্তী সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি শ্লোকসংখ্যা এবং দ্বিতীয়টি পত্রাঙ্ক]

সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ

অঃ—প্রতিশব্দান্বয় ; **অনুঃ**—বঙ্গানুবাদ ; **ভঃ**—শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত সংস্করণের (পুস্তকের) পাঠ ; **শ্রীঃ**—শ্রীখণ্ডের পুঁথির পাঠ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ[১]

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রাণসর্বস্বমীশ্বরম্।
সর্বাবতারকারুণ্যনিঃসীমকরুণং প্রভুম্[২] ॥ ১ ॥
শুকদেবং নমস্যামি ভক্তিশাখি[৩]-মহাফলম্।
বিহরন্তং কৃষ্ণপ্রেমরসসিন্ধৌ[৪] জড়ং মুনিম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—১। [আমার] প্রাণসর্বস্বম্ (জীবনের একমাত্র ধন) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) সর্বাবতারকারুণ্যনিঃসীমকরুণং (মৎস্যাদি সকল অবতারের করুণা অপেক্ষাও অসীম করুণাবিশিষ্ট) প্রভুং (মহাপ্রভু) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অঃ—২। ভক্তিশাখিমহাফলং (ভক্তিবৃক্ষের মহাফলস্বরূপ) কৃষ্ণ-প্রেমরসসিন্ধৌ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস-সমুদ্রে) বিহরন্তং (নিত্য-বিহারশীল) জড়ং (বাহ্যজ্ঞানহীন) মুনিং (মুনি) শুকদেবং (শ্রীশুকপ্রভুকে) নমস্যামি (প্রণাম করি)।

অনুবাদ—১। [আমার] জীবনসর্বস্ব, পরমেশ্বর, সকল অবতারের দয়া অপেক্ষাও অসীম করুণাবিশিষ্ট, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

---

(১) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (ভঃ); (২) সর্বাবতারকরুণানিঃসীম-করুণ-প্রভুম্। (শ্রীঃ);
(৩) ভক্তিশাখা(ভঃ); (৪) কৃষ্ণরসপ্রেমসিন্ধৌ (শ্রীঃ)

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংহৃতে[১]।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৩ ॥
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতরমধ্যমাঃ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বপক্ষসহস্রাণি করিষ্যন্তি জনে জনে।
তেষাং প্রভোর্ধ্যানবলাৎ সিদ্ধান্তানতিনির্ম্মলান্ ॥ ৫ ॥
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ব্যাসেন চ মহাত্মনাম্।
প্রীতৈ্য[২] পরমহংসানাং সর্ব্বশাস্ত্রবিচারিতান্ ॥ ৬ ॥

অঃ—৩-৪। অস্মিন্ (এই) কলৌ (কলিযুগে) কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ (শ্রীগৌরসুন্দর) নিত্যানন্দেন (ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু) অবতারে (পৃথিবী হইতে অবতরণলীলা বা প্রকটাবস্থা) সংহৃতে (সংহরণ করিলে), উত্তমেতর-মধ্যমাঃ (উত্তম, অধম ও মধ্যম) সর্বে (সকল) বৈষ্ণবাঃ এব হি (বৈষ্ণবই) সদা (নিরন্তর) উদ্বিগ্নাঃ (চিন্তাগ্রস্ত), দিনে দিনে কালে কালে (প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে) প্রায়ঃ (প্রায়ই) সন্দিগ্ধহৃদয়াঃ (সন্দেহে আকুলচিত্ত) ভবিষ্যন্তি (হইবেন)।

অঃ—৫-৬। [অতএব, তাঁহারা] জনে জনে (প্রত্যেকের নিকট) পূর্বপক্ষসহস্রাণি (হাজার হাজার তর্কময় প্রশ্ন) করিষ্যন্তি (করিবেন)। তেষাং (তাঁহাদের জন্য) মহাত্মনাং (মহাশয়) পরমহংসানাং (পরম-হংসসকলের) প্রীতৈ্য (প্রীতির উদ্দেশ্যে) প্রভোঃ (শ্রীমহাপ্রভুর)

অনুঃ—২। ভক্তিবৃক্ষের মহাফলস্বরূপ, কৃষ্ণপ্রেম-রস-সমুদ্রে বিহরণশীল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য মুনি শ্রীশুকদেব গোস্বামি-প্রভুকে নমস্কার করি।

---

(১) সংবৃতে (ভঃ), সংহিতে (শ্রীঃ) ; (২) কৃত্যান্ (ভঃ)।

দাসো নরহরির্মূর্খঃ সিদ্ধান্তানতিদুষ্করান্।
কথং কুর্য্যাদিতি মৃষা বিতর্কান্[১] মা কৃথা বুধ[২] ॥ ৭ ॥

[পাদপদ্ম] ধ্যানবলাৎ (ধ্যানের বলে) সর্বশাস্ত্রবিচারিতান্ (সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়-অনুসারে মীমাংসিত) অতিনির্ম্মলান্ (অত্যন্ত বিশুদ্ধ) সিদ্ধান্তান্ (সিদ্ধান্তসকল) সমাসেন (সংক্ষেপে) ব্যাসেন চ (ও বিস্তৃতভাবে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব)। (অঃ—৫-৬)

অঃ—৭। [হে] বুধ (পণ্ডিতজন) ! মূর্খঃ (অপণ্ডিত) দাসঃ নরহরিঃ (নরহরিদাস) অতিদুষ্করান্ (অত্যন্ত দুঃসাধ্য) সিদ্ধান্তান্ (সিদ্ধান্ত-সকল) কথং (কিরূপে) কুর্য্যাৎ (করিতে পারে), ইতি (এইরূপ) মৃষা বিতর্কান্ (মিথ্যা সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন) মা কৃথাঃ (করিবেন না)।

অনুঃ—৩-৪। এই কলিকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু (তাঁহাদের) অবতার সম্বরণ করিলে উত্তম, কনিষ্ঠ ও মধ্যম—সকল বৈষ্ণবই সর্বদা উদ্বিগ্ন, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রায়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন।

অনুঃ—৫-৬। (তখন তাঁহারা) প্রত্যেকের নিকট হাজার হাজার পূর্বপক্ষ করিবেন। তাঁহাদের জন্য মহাত্মা পরম-হংসগণের প্রীত্যর্থ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর (পাদপদ্ম) ধ্যানের বলে সর্বশাস্ত্র-বিচারিত অতিবিশুদ্ধ সিদ্ধান্তসকল সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বলিব।

অনুঃ—৭। হে পণ্ডিতজন! মূর্খ নরহরিদাস অতি দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তসকল কিরূপে করিতে পারে—এইরূপ বৃথা তর্ক করিবেন না।

---

(১) বিতর্কং (শ্রীঃ, ভঃ) ; (২) বুধাঃ (ভঃ)

নির্গুণঃ সগুণো বাপি মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
কৃষ্ণভক্তিবিচারেঽস্মিন্ কঃ সমর্থোঽস্তি ভূতলে ॥ ৮ ॥

অকস্মান্নিদ্রিতঃ স্বপ্নে কথয়ামি কথামিমাম্।
পূর্বপক্ষাংশ্চ সিদ্ধান্তাংস্তত্রৈব বিমৃষাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

হৃদি প্রসন্নতা জাতা সুধাসিন্ধুমিবাশ্রিতঃ।
সময়েঽস্মিন্ গৌরচন্দ্রঃ প্রাদুরাসীৎ স্মিতাননঃ ॥ ১০ ॥

সার্বভৌমকরালম্বী সাধু সাধ্বিতি সম্মুখে।
এবমেব যদ্ব্রবীষি, জাগৃহীতি ব্রুবন্ যযৌ ॥ ১১ ॥

অঃ—৮। নির্গুণঃ (গুণহীন), সগুণঃ বা অপি (অথবা গুণবান্ হউন), মূর্খঃ (মূর্খ) পণ্ডিতঃ এব বা (অথবা পণ্ডিতই হউন), ভূতলে (পৃথিবীতে) কঃ (কোন্ জন) অস্মিন্ (এই) কৃষ্ণভক্তি-বিচারে (শ্রীকৃষ্ণের ভজনবিষয়ের আলোচনায়) সমর্থঃ (সমর্থ) অস্তি (আছেন) ?

অঃ—৯। অহম্ (আমি) [একদা] অকস্মাৎ (হঠাৎ) নিদ্রিতঃ (নিদ্রাগ্রস্ত হইয়া) স্বপ্নে (স্বপ্নের আবেশে) ইমাং কথাং (এই পূর্ব্বোক্ত কথাটি) কথয়ামি (বলিতেছি), তত্র এব (সেই স্বপ্নাবেশেই) পূর্বপক্ষান্ (বিরোধী প্রশ্ন) সিদ্ধান্তান্ চ (ও মীমাংসিত তত্ত্বগুলি) বিমৃষামি (বিচার করিতেছি)।

অঃ—১০-১১। অস্মিন্ সময়ে (এই সময়ে) হৃদি (আমার চিত্ত-মধ্যে) প্রসন্নতা (আত্ম-সন্তোষ) জাতা (জন্মিল), সুধাসিন্ধুম্ (অমৃত-সাগরকে) আশ্রিতঃ ইব (যেন আমি আশ্রয় করিয়াছি), সার্বভৌমকরালম্বী (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হস্ত ধারণ করিয়া) স্মিতাননঃ (ঈষৎ-হাস্যমুখে) গৌরচন্দ্রঃ (শ্রীগৌরসুন্দর) সাধু সাধু ইতি (সাধু সাধু বলিয়া) সম্মুখে (আমার সম্মুখে) প্রাদুঃ আসীৎ (আবির্ভূত হইলেন) [এবং] যদ্ ব্রবীষি

তত উত্থায় শয্যায়া[১] ধ্যাত্বা তচ্চরণাম্বুজম্।
আত্মানং দুর্গতং শোচ্যং ত্যক্ততচ্চরণাম্বুজম্॥ ১২॥
মেনে ধন্যমিবাত্মানং প্রভোঃ সকরুণং বচঃ।
স্মৃত্বা চ মহদৈশ্বর্য্যং ন জানে কিমভূত্তদা॥ ১৩॥

(যাহা বলিতেছ), এবম্ এব (এইরূপই বটে), জাগৃহি (জাগ) ইতি ব্রুবন্ (ইহা বলিতে বলিতে) যযৌ (অন্তর্হিত হইলেন)।

অঃ—১২-১৩। ততঃ (তাহার পর) তচ্চরণাম্বুজং ধ্যাত্বা (তাঁহার শ্রীচরণকমল চিন্তা করিয়া) শয্যায়াঃ উত্থায় (শয্যা হইতে উঠিয়া) ত্যক্ততচ্চরণাম্বুজম্ আত্মানং (তাঁহার পদকমল হইতে চ্যুত

অনুঃ—৮। নির্গুণ বা গুণবান্, মূর্খ বা পণ্ডিতই হউন—পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি এই কৃষ্ণভক্তিবিচারে সমর্থ?

অনুঃ—৯। (একদা) আমি হঠাৎ নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে এই কথা বলিতেছি, সেই স্বপ্নেই পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত-সকল বিচার করিতেছি।

অনুঃ—১০-১১। এই সময়ে (আমার) চিত্তে প্রসন্ন-ভাবের উদয় হইল, (আমি) যেন সুধাসমুদ্র আশ্রয় করিলাম। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হস্ত ধারণ করিয়া ঈষদ্ধাস্য-মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র "সাধু সাধু" বলিয়া (আমার) সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন (এবং) "যাহা বলিতেছ, এইরূপই বটে"—ইহা বলিতে বলিতে অন্তর্ধান করিলেন।

---

(১) শয্যায়াং (ভঃ)

তেনৈব কারুণ্যবলেন চিত্তে[১]
বভূব কর্ত্তুং রচনং সুবুদ্ধিঃ[২]।
বিমৃষ্য গদ্যেন চ কোমলেন
মূর্খেণ ধন্যং ভজনামৃতং কৃতম্॥ ১৪ ॥

আপনাকে) দুর্গতং (দুঃখে পতিত) শোচ্যং (শোচনীয়) মেনে (মনে করিলাম) ; [কিন্তু] প্রভোঃ (মহাপ্রভুর) সকরুণং বচঃ (করুণাপূর্ণ বাক্য) মহৎ ঐশ্বর্য্যং চ (ও তাঁহার মহা ঐশ্বরভাব) স্মৃত্বা (স্মরণ করিয়া) আত্মানং (আপনাকে) ধন্যমিব (যেন ধন্য) মেনে (মনে করিলাম)। তদা (সেই সময়ে) কিম্ (আর কি) অভূৎ (ঘটিল)—ন জানে (জানি না)। (অঃ—১২-১৩)

অঃ—১৪। তেন কারুণ্যবলেন এব (শ্রীগৌরসুন্দরের সেই কৃপার বলেই) [ঐসকল] রচনং কর্ত্তুং (লিপিবদ্ধ করিবার জন্য) চিত্তে (অন্তরে) সুবুদ্ধিঃ বভূব (সুবুদ্ধি হইল) চ (এবং) বিমৃষ্য (বিচার-পূর্ব্বক) কোমলেন গদ্যেন (সরল গদ্যভাষায়) মূর্খেণ (মূর্খ এই নরহরিদাস কর্ত্তৃক—) ধন্যং (প্রশংসনীয়, সাধুজনের মান্য) ভজনামৃতং (এই 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত'-নামক গ্রন্থ) কৃতম্ (রচিত হইল)।

অনুঃ—১২-১৩। অনন্তর তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত নিজকে দুর্গত ও শোচ্য মনে করিলাম ; কিন্তু মহাপ্রভুর করুণাপূর্ণ বাক্য ও মহা-ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া নিজকে যেন ধন্য মনে করিলাম। তখন আর কি ঘটিল—জানি না।

---

(১) চিত্তং (শ্রীঃ) ; (২) স্ববুদ্ধ্যা (শ্রীঃ)

যে যে মহান্তঃ কিল[১] হংসভূতা
জগৎপবিত্রীকরণার্থমাগতাঃ।
তে তে তদুচ্ছিষ্টনিষেবিণো মে
কর্ত্তুং বিশুদ্ধং বচনং[২] প্রবীণাঃ ॥ ১৫ ॥

অথ পূর্ব্বপক্ষান্ বিবৃণোতি—

প্রথমং ভাগবতাস্তান্ পূর্ব্বপক্ষান্ সমাকর্ণয়ন্তু সুধিয়ো বিমৎসরাঃ।

অঃ—১৫। হংসভূতাঃ (সারগ্রাহী হংসস্বরূপ), জগৎ-(বিশ্বকে)-পবিত্রীকরণার্থম্ (পবিত্র করিবার নিমিত্ত) আগতাঃ (আবির্ভূত) যে যে (যে-সকল) কিল মহান্তঃ (মহাজনবর্গ), তে তে (তাঁহারা সকলে) তদুচ্ছিষ্টনিষেবিণো মে (তাঁহাদের ভুক্তশেষ-গ্রহণকারী আমার) বচনং (বাক্য) বিশুদ্ধং কর্ত্তুং (সংশোধন করিতে) প্রবীণাঃ (সমর্থ)।

অনুঃ—১৪। (শ্রীমহাপ্রভুর) সেই কৃপাবলেই (ঐ সকল) লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অন্তরে সুবুদ্ধি হইল এবং বিচারপূর্ব্বক কোমল গদ্যে (এই) মূর্খকর্ত্তৃক ধন্য 'শ্রীভজনামৃত' (গ্রন্থ) রচিত হইল।

অনুঃ—১৫। হংসস্বরূপ (সারগ্রাহী), জগৎকে পবিত্র করিবার জন্য আবির্ভূত মহাজন বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহারা সকলে তাঁহাদের উচ্ছিষ্টসেবী আমার বাক্য সংশোধন করিতে সমর্থ।

---

(১) কলি (শ্রীঃ) ; (২) রচনং (শ্রীঃ)

(ক) শ্রীকৃষ্ণনামবলাৎ কলৌ সর্ব এব বৈষ্ণবাঃ সমাঃ কৃষ্ণোপমা ইতি শ্রুতিঃ[১] প্রসিদ্ধৈব, অত্র ন্যূনাতিরিক্ততা ক্বাপি ক্বাপি দৃশ্যতে, কিমেতৎ? অন্যচ্চ, বৈষ্ণবানাং মধ্যে তু[২] দীক্ষাগুরবঃ সন্তি, তথা [৩] শিক্ষাগুরবশ্চ সন্তি, অত্র কথং[৪] ব্যবহর্তব্যম্ ?

(খ) অন্যচ্চ, শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবানেব; তত্র বলভদ্র-স্তদংশস্তদর্ধবিগ্রহো বা স এব বা কিং জ্ঞাতব্যঃ ?

(গ) তথাজো ভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ তদ্গুণপ্রভবাস্তেঽপি[৫] কিং জ্ঞাতব্যাঃ ? ইতরে বা[৬] ?

প্রথমে পূর্বপক্ষসকল বিবৃত করিতেছেন ঃ—

প্রথমে, মাৎসর্য্যহীন বিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তগণ পূর্বপক্ষগুলি শ্রবণ করুন।

(ক) 'কলিযুগে কৃষ্ণনামের বলে সকল বৈষ্ণবই সমান ও কৃষ্ণতুল্য'—এই শ্রুতিবাক্য প্রসিদ্ধই আছে। কিন্তু, এই বিষয়ে কোথাও কোথাও হীনতা ও আধিক্য দৃষ্ট হয়, ইহা কি প্রকার? আরও, বৈষ্ণব-গণের মধ্যে দীক্ষাগুরু আছেন এবং শিক্ষাগুরুও আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

(খ) অপর, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ই; সেইস্থলে শ্রীবলদেবকে তাঁহার অংশ বা অর্দ্ধবিগ্রহ অথবা তিনিই জানিতে হইবে কি?

(গ) সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁহার গুণজাত। তাঁহাদিগকেও কিরূপ জানিতে হইবে? অপর দেবগণও কিরূপ জ্ঞাতব্য?

---

(১) স্মৃতিঃ (ভঃ); (২) তু (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই; (৩) আশ্রয়ণীয়াঃ (ভঃ);
(৪) কিং (ভঃ); (৫) এব (ভঃ, শ্রীঃ); (৬) (ভঃ) পুস্তকে নাই।

(ঘ) তথা লক্ষ্মীস্তদ্দেহস্থিতা তত্তুল্যৈব বৈষ্ণবী চেশ্বরী, অঙ্গতুল্যানাং বৈষ্ণবানাং কথম্[১] আচরণীয়া ?

(ঙ) তথা, আদ্যা শক্তিঃ কা ? প্রধানপ্রকৃতিরেব সা কিং[২] জ্ঞাতব্যা ? রুক্মিণী কৃষ্ণবনিতা জানকী চ লক্ষ্মী-রূপা কথং ব্যবহর্তব্যা ?

(চ) তথা, শ্রীমতী রাধা বৃন্দাবনবিলাসিনী[৩] বৃন্দাবন-ভূষণৈব সকলবিনোদকলাবতী। এতাসাং মধ্যে কা বীজীভূতা ? কস্যাং কৃষ্ণস্য সৌভাগ্যং মহৎ ? অত্র বিচারঃ কো[৪]ঽস্তি ?

(ঘ) সেইরূপ, শ্রীহরির অঙ্গে (বক্ষে) অবস্থিত লক্ষ্মীদেবী শ্রীহরির তুল্যই—বিষ্ণুশক্তি ও ঐশ্বর্য্যময়ী। (ভগবানের) অঙ্গস্বরূপ বৈষ্ণবগণের (তাঁহার প্রতি) কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য ?

(ঙ) তদ্রূপ, আদ্যা শক্তি কে ? প্রধানপ্রকৃতিকেই কি তিনি (আদ্যাশক্তি) বলিয়া জানিতে হইবে ? শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী ও লক্ষ্মীরূপিণী জানকীর প্রতি কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য ?

(চ) আরও, শ্রীমতী রাধিকা শ্রীবৃন্দাবনে বিলাসকারিণী, শ্রীবৃন্দাবনের অলঙ্কারস্বরূপাই এবং সর্বপ্রকার ললিতকলাপণ্ডিতা। ইঁহাদের (রুক্মিণী, জানকী ও শ্রীরাধিকার) মধ্যে মূলস্বরূপা কে ? কাঁহাতে কৃষ্ণের প্রীতি ও আকর্ষণ অধিক ? এইসকল বিষয়ে কিরূপ বিচার আছে ?

---

(১) মধ্যে কথং (ভঃ); (২) কিমিব (ভঃ, শ্রীঃ);
(৩) বৃন্দাবনবাসিনী (শ্রীঃ); (৪) (ভঃ) পুস্তকে নাই।

অথ সিদ্ধান্তান্ বিবৃণোতি[১] ঃ—

ইদানীং পূর্বপক্ষাণাং [২] সিদ্ধান্তানাকর্ণয়ন্তু।

(ক) (১) বৈষ্ণবাঃ সর্বে সমা ইতি সত্যম্। কিন্তু যে বলাবলং ন জানন্তি, বিষয়িণঃ, স্বল্পবুদ্ধয়ঃ, কেবলং ভিক্ষুকাদপি ক্রূরবেশাদপি বিভ্যতি, তে কথং তেজসো বলাবলং[৩] স্বল্পাগ্নিমহাগ্নিবিশেষভাবং জ্ঞাস্যন্তি ? তে সমব্যবহারমেব করিষ্যন্তি। বিশেষবিচারবোধাজ্ঞত্বাৎ কিং মরিষ্যন্তি ? তেষাং সমতৈব পথ্যম্।

(২) যে তু বৈষ্ণবা ব্যবহারপরমার্থিনঃ [৪] শ্রবণাদ্ দর্শনাজ্ জ্ঞানাদ্-বিশেষবুদ্ধয়ঃ, স্বল্পবল-বহুবল-বিচারণধীরাঃ, কেষাং দেহে কৃষ্ণস্য কিয়ত্তেজঃ স্বল্পং বলং বা বহু বলং বা[৫] সর্বং জানন্তি, তে বিশেষবুদ্ধ্যা[৬] ব্যবহারং করিষ্যন্তি। বলাবলং জ্ঞাত্বা যদি ন কুর্বন্তি, তর্হি দোষভাগিনো ভবন্তি।

এক্ষণে এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা শ্রবণ করুন।

(ক) (১) সকল বৈষ্ণবই সমান, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু যাঁহারা বলাবলের বিষয় জ্ঞাত হন নাই—স্বল্পবুদ্ধি, বিষয়াসক্ত, কেবল ভিক্ষুক ও ক্রূরবেশ দেখিয়াও ভয় পান, তাঁহারা কিরূপে তেজের বলাবল, অল্পাগ্নি ও মহাগ্নির বৈশিষ্ট্য জানিবেন ? তাঁহারা সকল বৈষ্ণবের প্রতি তুল্য ব্যবহারই করিবেন। বৈশিষ্ট্য-বিচারের জ্ঞানাভাবে তাঁহারা কি মরিবেন ? তাঁহাদের পক্ষে সমান ব্যবহারই মঙ্গলজনক।

---

(১) (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই ; (২) প্রথমতঃ (ভঃ) ; (৩) বলং (ভঃ) ;
(৪) বা (শ্রীঃ, ভঃ) ; (৫) স্বল্পবলং বহুবলং বা (শ্রীঃ) ; (৬) বিশেষবুদ্ধিং (ভঃ)।

তস্মাৎ স্বল্পবলে বহুবলে উপসন্নে আদৌ মহতাং পূজাং কুর্বন্তি, পশ্চাৎ সাধারণবলানাম্।

(৩) এবং পরোক্ষেঽপি যথা বলবতাং ন তথা স্বল্পবলানাম্। ন হি যথা বাড়বাগ্নৌ জ্বলতি প্রদীপাগ্নিং জ্ঞাতবন্ত আদৌ নির্বাপয়ন্তি, বাড়বাগ্নৌ নির্বাপিতে প্রদীপাগ্নিং সুখেন নির্বাপয়ন্তি[১]। যদি বা মহাবলানাং মহাতেজসাং পূজাসন্তর্পণং দৃষ্ট্বা স্বল্পতেজসঃ ক্রুধ্যন্তি, তর্হি[২] নির্বুদ্ধয়ো মহতাং তেজসৈব ভগ্নতেজসো ভবিষ্যন্তি; কথং পূজাকারিণো নিগ্রহং করিষ্যন্তি? এতৎ সর্বং ব্যবসায়িনো দীর্ঘশ্রুতয়ো বৈষ্ণবা ব্যবহার-পরমার্থিনশ্চ যে জানন্তি, তে জ্ঞাত্বা ত্বকরণে[৩] নশ্যন্তি, বলাবলবিচারে জীবন্তি। সুমেরোরাশ্রিতানাং কিমন্যে করিষ্যন্তি, পূজাঞ্চ সাধুসম্মানং সেবনঞ্চ করিষ্যন্ত্যেব।

---

(২) কিন্তু, যে সকল বৈষ্ণব ব্যবহার ও পরমার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞ,(মহাজনের নিকট) শ্রবণ করিয়া (তাঁহাদের আচরণ) দেখিয়া ও জানিয়া বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়াছেন, হীনবল ও প্রভূত বলের বিচারে ধীর, কাহাদের দেহে কৃষ্ণের কত পরিমাণ শক্তি, স্বল্প বা প্রভূত বল, (এই সমস্ত) জানেন, তাঁহারা ভেদ-বিচার-বুদ্ধিতে ব্যবহার করিবেন। তাঁহারা যদি বলাবল জানিয়া (ব্যবহার) না করেন, তাহা হইলে দোষভাজন হইয়া থাকেন। সেই-হেতু স্বল্পবল ও বলাধিক বৈষ্ণব একত্র উপস্থিত থাকিলে (তাঁহারা) অগ্রে মহতের ও পরে সাধারণ বলবিশিষ্টের পূজা করেন।

---

(১) নির্বাপয়িষ্যন্তি (ভঃ); (২) (ভঃ) পুস্তকে নাই; (৩) জ্ঞাত্বাঽকরণে (শ্রীঃ)।

ন নিন্দা বৈষ্ণবে কার্য্যা নাবহেলা প্রমাদতঃ।
ন দুঃখং মরণেঽপি[১] স্যাদ্ যদি বৈষ্ণবকারণাৎ ॥ ১৬॥

---

(৩) এই প্রকারে পরোক্ষেও (অর্থাৎ অবিদ্যমানেও) অধিকবলবিশিষ্টের যেরূপ (পূজা), অল্পবলবিশিষ্টের সেরূপ (পূজা) হইবে না। যেমন, বাড়বানল জ্বলিতে থাকিলে (সেই বিষয়ে) অভিজ্ঞজন অগ্রে প্রদীপাগ্নি নির্বাপণ করে না, (বরং) বাড়বানল নির্বাপিত হইলে প্রদীপাগ্নিকে সহজেই নির্বাপিত করে। যদি বা, মহাবল ও মহাতেজস্বী (বৈষ্ণবগণের) পূজা ও তুষ্টিবিধান দেখিয়া অল্পতেজাঃ (বৈষ্ণবগণ) ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে (সেই) মূর্খগণ মহান্তদিগের শক্তির দ্বারা হীনবল হইবেন; (তাঁহারা মহান্তের) পূজাকারী সেবকের কিরূপে নিগ্রহ করিবেন? (ভগবানের ভজনবিষয়ে) নিশ্চিতমতি, দীর্ঘকাল সচ্ছাস্ত্রশ্রবণশীল বৈষ্ণবগণ এবং ব্যবহার ও পরমার্থে নিপুণ যে সকল সজ্জন এই সমস্ত ব্যবহার জানেন, তাঁহারা জানিয়া আচরণ না করিলে বিনষ্ট হন, (কিন্তু) বলাবল বিচার করিলে বাঁচেন অর্থাৎ জীবন সার্থক করেন। অপরে সুমেরুপর্বতের আশ্রিতগণের কি করিবে? (পক্ষান্তরে, তাঁহাদের) পূজা, সাধুযোগ্য সম্মান ও সেবা করিবেই।

অঃ—১৬। প্রমাদতঃ (অসাবধানেও) বৈষ্ণবে (বিষ্ণুভক্তের বিষয়ে) নিন্দা (নিন্দা) [ও] অবহেলা (অনাদর) ন কার্য্যা (করা উচিত নয়)। যদি বৈষ্ণবকারণাৎ (যদি বৈষ্ণবের জন্য) [ঘটে, তবে] মরণে অপি (মৃত্যুতেও) দুঃখং ন স্যাদ্ (দুঃখ নাই)।

---

(১) মরণং বা (শ্রীঃ)।

ন দোষা বৈষ্ণবে দৃশ্যাঃ কর্ম্মাচার-বিলোকনাৎ।
কর্ম্মাচারবিশুদ্ধা বা কে সন্তি কলিমর্দ্দিতাঃ ॥ ১৭ ॥

(৪) যতো বৈষ্ণবাঙ্গে কৃষ্ণাগ্নির্বর্ত্ততে, শ্রীকৃষ্ণধ্যানবলাৎ পাতকানি পতিতুং ন সমর্থানি, পতিতান্যপি কৃষ্ণাগ্নৌ[১] দগ্ধানীতি[২], অজানতান্ত সকল-গঙ্গায়ামেকৈবোর্ম্মিরিতি বলাবলে বৈষ্ণবে[৩] সমতৈব পূজেত্যুপসংহারঃ।

অঃ—১৭। কর্ম্মাচার-বিলোকনাৎ (কর্ম্ম ও আচার দেখিয়া) বৈষ্ণবে (বিষ্ণুভক্তে) দোষাঃ (দোষ) ন দৃশ্যাঃ (দর্শন করিবে না)। কলিমর্দ্দিতাঃ (কলিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া) কে বা (কাঁহারাই বা) কর্ম্মাচারবিশুদ্ধাঃ (কর্ম্ম ও আচরণে নির্দোষ) সন্তি (আছেন) ?

অনুঃ-১৬। অসাবধানেও বৈষ্ণবের নিন্দা (ও) অবহেলা করা উচিত নহে। (আর) যদি বৈষ্ণবের জন্য হয়, (তবে) মরণেও দুঃখ নাই।

অনুঃ—১৭। কর্ম্ম ও আচার দেখিয়া বৈষ্ণবের দোষ দর্শন করিবে না। কলিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া কাঁহারাই বা কর্ম্ম ও আচারে বিশুদ্ধ আছেন ?

(৪) যেহেতু, বৈষ্ণবশরীরে কৃষ্ণের তেজোরূপ অগ্নি বর্ত্তমান, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ-বলে পাপসমূহ (তাহাতে) পতিত হইতে পারে না এবং পতিত হইলেও কৃষ্ণাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায় ; (আর), সমগ্র গঙ্গায় একই তরঙ্গ অর্থাৎ তরঙ্গের ইতরবিশেষ লক্ষিত হয় না—এইরূপ বিচারে অবল সবল সকল বৈষ্ণবে সাম্যভাবই অনভিজ্ঞগণের পক্ষে পূজা। ইহাই এই সিদ্ধান্তের শেষ কথা।

---

(১) কৃষ্ণবহ্নৌ (ভঃ) ; (২) দগ্ধানি (ভঃ) ; (৩) বলাবল-বৈষ্ণবে (ভঃ)।

(৫) সকলবৈষ্ণবা এব গুরবঃ। তত্র দীক্ষাগুরবঃ শিক্ষাগুরবো বিশেষতঃ সন্তি। এতয়োরেব কিমাচরণীয়ম্? অথাজ্ঞাপালনন্তু তয়োরেব কার্য্যম্। যদি তাবল্পবলৌ তথাপ্যন্য[1]মহতাং মুখাৎ শিক্ষাবিশেষং জ্ঞাত্বাপি গুরবে দেয়ং, গুরুষু পঠনীয়ং, ন তু গুরৌ হেলা। যথা স্নেহ-ভাজন-পুত্রোঽ[2]র্থোপার্জনং কৃত্বা পিতরি দত্ত্বা প্রার্থ্য চ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে[3]। যদি স্বয়মানীয় খাদতি, ততঃ কুপুত্রঃ পাপী স্যাৎ। তস্মাৎ সর্বত্র বৈষ্ণবানাং গুরোঃ সমাধিকারা পূজা কার্য্যা। তথাপি, কায়মনোবাক্যৈর্গুরোরেব সেবনং কুর্য্যাৎ। কার্য্যকালে পরৈর্গুরোরবহেলায়াং গুরুরেব গুরুঃ, তৎপক্ষ এব গ্রাহ্যঃ।

---

(৫) সকল বৈষ্ণবই গুরু। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু আছেন। এই উভয়েরই প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত? কিন্তু, তাঁহাদের উভয়েরই আজ্ঞাপালন কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা উভয়ে (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু) অল্পবল (অর্থাৎ ভজনের উপদেশে বিশেষ অনিপুণ) হন, তাহা হইলেও অপর মহাজনের মুখ হইতে শিক্ষাবিশেষ অবগত হইয়াও তাহা গুরুকে সমর্পণ করিবে এবং গুরুর নিকট পাঠ করিবে; কিন্তু (তাই বলিয়া) শ্রীগুরুতে অবহেলা করিবে না। যেমন, স্নেহাস্পদ পুত্র অর্থ উপার্জন করিয়া পিতাকে দেয় এবং আবার তাঁহার নিকট হইতে লইয়া নিজেই উপভোগ করে। যদি অর্থ আনিয়া আপনি ভোগ করে, তাহা হইলে (সে) কুপুত্র পাপী হয়। সকল স্থানে বৈষ্ণব-

---

(১) অন্যত্র (ভঃ); (২) ভাজনপুত্রঃ (শ্রীঃ); (৩) ভুঞ্জীত (ভঃ)।

(৬) পশ্য পশ্য, যথা পিতা গুরুস্তথা তস্য ভ্রাতাগ্রজোঽনুজঃ, পিতুরধিকপূজ্যো বা, পিতুশ্চেদাত্মীয় এব বা; তথাপি পিতুঃ পিতা গুরোরপি গুরুঃ, তস্য পূজা দ্বিগুণিতেতি শৈলী লোকপ্রসিদ্ধা। অথ যদি পিতরং কার্য্যকালে এতে গর্হয়ন্তি[১], তর্হি পিতৈব গুরুঃ, পিতুঃ পক্ষ এব আশ্রয়ণীয়ঃ, তদ্বলেনৈব জীবাবলম্বনং[২] কার্য্যম্। পিতা গুরুর্বা পতির্বা নির্গুণোঽপি পূজ্য এব। এতেষাং বলান্মহদ্ভিঃ সহ বিবদিতব্যম্। কে নাম জনাঃ পিতুঃ কলঙ্কে[৩] জীবন্তি? বলাবলং জীবনম্[৪]। সর্বে তদনুমতমেব[৫] গুরুমুখাদ্বা স্ববুদ্ধ্যা বা ব্যবহরন্তীতি ক্রমঃ। তদ্দাস্যে গণয়ন্তি, এষ এব পরো ধর্ম্মঃ (ইতি)।

গণকে গুরুর সমান অধিকারে পূজা করিবে; তাহা হইলেও শরীর, মন ও বাক্য-দ্বারা গুরুরই সেবা করিবে। কার্য্যকালে অপর ব্যক্তি গুরুর অনাদর করিলে গুরুই প্রধান বিবেচিত হইবেন, তাঁহারই পক্ষ আশ্রয় করিতে হইবে।

(৬) দেখুন, পিতা যেরূপ গুরু, তদ্রূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অথবা পিতা অপেক্ষা অধিক পূজ্য কোন ব্যক্তি, বা পিতার কোন আত্মীয়ই (পিতৃবৎ গুরু)। আর, পিতার পিতা (পিতামহ) গুরুরও গুরু, তাঁহার পূজা দ্বিগুণিতা,—এই আচার লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এখন, যদি ঘটনাক্রমে ইঁহারা পিতাকে নিন্দা করেন, তবে পিতাকেই গুরু বিচার করিতে হইবে, পিতৃপক্ষই আশ্রয় করিতে হইবে এবং তাহার বলেই

---

(১) গর্হন্তে (ভঃ); (২) জীবালম্বনং (শ্রীঃ); (৩) কলঙ্কী (ভঃ); (৪) (ভঃ) পুস্তকে নাই; (৫) তদর্থমেব (ভঃ)।

(৭) কিন্তু যদি গুরুরসমঞ্জসং করোতি,তর্হি যুক্তিসিদ্ধৈঃ সিদ্ধান্তৈস্তস্য রহসি দণ্ডঃ করণীয়ঃ, ন তু ত্যাজ্যঃ। 'গুরোর্দণ্ডঃ!' ইতি চেন্ন।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য ন্যায্যো দণ্ডো বিধীয়তে॥ ১৮॥

জীবন ধারণ করিতে হইবে। পিতা, গুরু বা স্বামী গুণহীন হইলেও পূজ্যই। ইঁহাদের বল অবলম্বন করিয়া প্রবলের সহিত বিরোধ করিতে হইবে। কোন্ লোকেরা বা পিতার কলঙ্কে জীবন ধারণ করে? (গুরুর সম্বন্ধে এই) বলাবল (-জ্ঞান) [শিষ্যের বা সেবার] জীবন-স্বরূপ। গুরু-মুখে শুনিয়া অথবা নিজবুদ্ধির বিচারে সকলে তাঁহার (গুরুর) অভীষ্টই আচরণ করেন—ইহা পূর্ব্বাপর বিধি বা ব্যবহার। তাঁহার (গুরুর) সেবনবিষয়ে পণ্ডিতগণ ইহাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন।

(৭) কিন্তু, গুরু যদি অবিহিত কার্য্য করেন, তাহা হইলে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তদ্বারা গোপনে তাঁহার দণ্ড করিতে হইবে, কিন্তু (তথাপি) ত্যাগ করিবে না। যদি বল, গুরুর আবার দণ্ড কি করিয়া হয়? এরূপ প্রশ্ন সমীচীন নহে।

অঃ—১৮। অবলিপ্তস্য (গর্বিত) কার্য্যাকার্য্যম্ অজানতঃ (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ) উৎপথপ্রতিপন্নস্য (শাস্ত্রবিহিত পথ ত্যাগ করিয়া বিপরীত পথে গমনশীল) গুরোঃ অপি (গুরুরও) ন্যায্যঃ দণ্ডঃ (শাস্ত্রবিহিত শাসন) বিধীয়তে (বিহিত হয়)।

অনুঃ—১৮। গর্বিত, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী গুরুরও ন্যায্য দণ্ডের বিধান আছে।

অনেন সর্বং সুশোভনমিতি।

(৮) স্বভাবত এব বৈষ্ণবানাং কৃষ্ণাশ্রয় এব মূলম্; তদ্গুণগান-যশোবর্ণন-বিলাসবিনোদ-প্রখ্যাপনং জীবনম্। সর্বে তদনুসারমেব[১] গুরুমুখাদ্বা স্ববুদ্ধ্যা বা ব্যবহরন্তীতি ক্রমঃ। অথ[২] যদি গুরুর্বিসদৃশকারী, ঈশ্বরে ভ্রান্তঃ, কৃষ্ণযশো-বিমুখো, বিলাসবিনোদং নাঙ্গীকরোতি, স্বয়ং বা দুরভিমানী, লোকস্তবৈঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্নোতি, তর্হি ত্যাজ্য এব। কথমেব গুরুস্ত্যাজ্য ইতি নো[৩]। কৃষ্ণভাবলোভাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে গুরোরাশ্রয়ণং কৃতম্; তদনন্তরং যদি তস্মিন্ গুরৌ আসুরভাবস্তর্হি কিং কর্ত্তব্যম্? আসুরগুরুং[৪] ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিমন্তং গুরুমন্যং ভজেৎ। অস্য[৫] কৃষ্ণবলাদসুরস্য গুরোর্বলং মর্দ্দনীয়মিতি শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানাং ভজনবিচারঃ[৬]। এবঞ্চ দৃষ্টা বহবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে ইতি গুরুনিরূপণ-সিদ্ধান্তাঃ[৭]।

এই শাস্ত্রবাক্যে সকলই সুসঙ্গত।

(৮) স্বভাবতঃই কৃষ্ণাশ্রয়ই (কৃষ্ণে শরণাগতিই) বৈষ্ণবগণের মূল বা মুখ্য এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) গুণগান, যশো-বর্ণন এবং বিলাস ও আনন্দ-লীলার কীর্ত্তনই (তাঁহাদের) জীবন। সকলে (বৈষ্ণবে) শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া অথবা নিজবুদ্ধি-বিচারে উহার অনুসরণে ব্যবহার করেন,—ইহাই

---

(১) তদর্থমেব (ভঃ); (২) তত্র (ভঃ); (৩) ন (ভঃ);
(৪) অসুরগুরুং (শ্রীঃ); (৫) তস্য (ভঃ); (৬) বৈষ্ণবভজনবিচারঃ (শ্রীঃ);
(৭) 'ইতি…… সিদ্ধান্তাঃ' (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই।

(খ—ঘ) (১) অথ শ্রীকৃষ্ণো ভগবানেব সকলশক্তি-গুণত্রয়ং সর্ব[১]-বৈভবং বিলাসবিনোদং সকলভাব-কলাচাতুরী-মাধুর্য্যাদি[২] যদন্যদ্বা গুণবিশেষং সর্বাণ্যুদারে নিজদেহে নিধায় নিজপ্রভুত্বেন সকলান্ বৈকুণ্ঠাদ্যবতারান্ একত্রীকৃত্য[৩] সুখং পুরাতনবদাস্তে। সকলসুখবিলাসবিনোদ-ভাবময়বিশুদ্ধ-বিগ্রহোঽপি এতৈর্নানাগুণৈশ্চতুর্দ্দশলোকপর্বত-তরুলতা-সংসারজালৈর্বেষ্টিতো যন্ত্রিত ইব প্রকাশং ন লভতে। তত্র কদাচিদ্ যদি তস্যেচ্ছা[৪] প্রভবতি, স এব কাল ইতি শ্রূয়তে।

রীতি। আর, গুরু যদি বিপরীত আচরণ করেন, ভগবদ্বিষয়ে ভ্রান্ত হন, শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হন, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাদি স্বীকার না করেন, অথবা যদি স্বয়ং মিথ্যা অভিমানে অজ্ঞলোকের তোষামোদে কৃষ্ণাভিমান (অথবা, মলিনতা) লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে।

কিরূপে গুরু ত্যাগ করিব? এইরূপ সংশয় করা উচিত নয়। কৃষ্ণপ্রেমের লোভে, কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত গুরুর আশ্রয় করা হইয়াছে। তারপর, যদি সেই গুরুতে আসুরভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে কি করা উচিত? অসুর গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান্ অপর গুরুকে আশ্রয় করা উচিত। ইঁহার (কৃষ্ণভক্ত গুরুর) কৃষ্ণ-বল আশ্রয় করিয়া অসুর গুরুর বলকে মর্দ্দন করিতে হইবে,—ইহা শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের ভজন-বিষয়ে বিচার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারকালে এইরূপ বহু উদাহরণ বা গুরুনিরূপণসিদ্ধান্ত পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

---

(১) সকল-(শ্রীঃ); (২) মাধুরী (ভঃ); (৩) একীকৃত্য (ভঃ); (৪) তস্যৈবেচ্ছা (ভঃ)

যৎ তদৈব সৃষ্টিমারভতে। তর্হি সর্ব্বশক্তিময়ী আদ্যাশক্তিঃ প্রাদুর্ভাবং প্রাপ্য তদন্তিকে* তিষ্ঠতি। তত ঈশ্বরেচ্ছায়াঃ সা গুণত্রয়ং বিভাব্য বিষ্ণুবিরিঞ্চিশিবান্ সৃজতি।

(২) অন্যচ্চ প্রকারান্তরং সৃষ্টেঃ পুরাণান্তরমতম্। ঈশ্বরেচ্ছায়া আদ্যাশক্তিঃ প্রভবতি। ততশ্চ দ্বয়োরন্যোঽন্যাবলোকনেন মন ইতি পুমানাবির্ভবতি। ততো মনসস্ত্রয়ো জায়ন্তে। ইত্যেতেনাজাদয়ো ভগবতঃ পৌত্রাঃ, অন্যত্র পুত্রা ইতি।

(খ-ঘ) (১) শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌ই, তিনি সকল শক্তির সহিত গুণত্রয়, সর্ব্বপ্রকার বৈভব,—বিলাস, বিনোদ, ভাব, কলা, চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি এবং অপর যে কোন বিশেষ গুণ,—এই সকলই নিজ সুন্দর দেহে নিহিত করিয়া, আপনার প্রভুশক্তির বলে সকল বৈকুণ্ঠাদি অবতারগণকে একীভূত করিয়া সুখে (সর্ব্বব্যাপী) বিষ্ণুস্বরূপে বিরাজমান। তিনি সকলপ্রকার আনন্দ, বিলাস, বিনোদ ও ভাবদ্বারা পরিপূর্ণ অপ্রাকৃত, নির্ম্মল-বিগ্রহবান্ হইয়াও এইসকল নানাবিধ গুণকার্য্য—চতুর্দ্দশ ভুবন, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সংসারজালে বেষ্টিত হইয়া শৃঙ্খলিতের ন্যায় প্রকাশ লাভ করেন না (অর্থাৎ নিজকে প্রকাশ করেন না)। তাহাতে যদি কখনও তাঁহার ইচ্ছার উদয় হয়, তাহাই (ইচ্ছাই) কাল বলিয়া শ্রুত (কথিত) হয়। কারণ, তখনই সৃষ্টির সূচনা বা আরম্ভ করেন। তখন, সকল-শক্তিময়ী আদ্যা শক্তি আবির্ভাব লাভ করিয়া তাঁহার সমীপে থাকেন। অনন্তর, সেই আদ্যাশক্তি জগদীশ্বরের ইচ্ছা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—গুণত্রয় প্রকটিত করিয়া যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবকে প্রকট করেন)

---

* 'তদন্তিকে……দৃশ্যন্তে।' (ভঃ) পুস্তকে নাই।

(৩) এবংপ্রকারেণ মহামহেশ্বর ঈশ্বরত্রয়ং নির্ম্মায়, সকলবৈভবং স্থানে স্থানে সমর্প্য, কেবলো নির্গুণঃ ক্রীড়া-বিলাসবিনোদময়ং বিগ্রহং চন্দনবৃক্ষ ইব সর্পজালৈঃ, সর্প ইব সকলৈরেতৈর্ব্যাপারৈর্বিমোচকৈর্বিনির্মুক্তো লোকনিস্তার-কারকং সুখময়ং লীলাবিলাস-স্বপ্রভাবশীলং বহন্ ভক্ত-বাৎসল্যেন স্বয়ং প্রভবতি। সর্বত্র এব বিষ্ণুবিরিঞ্চিভব-প্রভৃতীন্ সূর্য্যচন্দ্রমুনিমনুমন্বন্তরাধিপাদিপুরুষান্ অনুকরবশান্ কৃত্বা এক এব প্রধানপুরুষঃ স্বয়ং ভগবান্ জয়তি লীলা-বিলাসবিনোদকারী দেবাদিদেবঃ। স এক এব সত্যং, সর্বান্ স্বসুখে বহতি। অতো যে যে পুরুষাস্ত এব সর্বেঽনুকরণাঃ সকলাঃ, প্রধানঃ কৃষ্ণ এব। তস্মাদ্ বিষ্ণুরূপাদয় ঈশ্বর-গুণৈরুদ্ভূতা ঈশ্বরা এব, সর্বত এব বৈভবাদি-সংসারচক্রং নিরূপয়ন্তি, পালয়ন্তি, সংহরন্তি।

---

(২) অপর পুরাণের মতে সৃষ্টির আরও ভিন্ন প্রকার আছে। ভগবানের ইচ্ছা হইতে আদ্যা শক্তি প্রকাশিতা হন। তারপর, ঈশ্বরও আদ্যা শক্তির পরস্পরের ঈক্ষণক্রমে মনঃ নামে একটী পুরুষের আবির্ভাব হয়। তদনন্তর, মনঃ হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব উদিত হন। এই মতে ব্রহ্মা প্রভৃতি ভগবানের পৌত্র বলিয়া এবং অন্যত্র পুত্র বলিয়া অভিহিত।

(৩) এইরূপে মহামহেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব নামে ঈশ্বরত্রয় সৃষ্টি করিয়া (তাঁহার) সমগ্র বৈভব স্থানে স্থানে সমর্পণপূর্ব্বক সর্পসমূহ-কর্তৃক পরিত্যক্ত চন্দন বৃক্ষের ন্যায় এবং ত্বক্ হইতে নির্ম্মুক্ত সর্পের

(৪) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্তু উদাসীনঃ স্ত্রীলম্পটঃ স্বেচ্ছাবিহারঃ। ইতরৈর্গুণৈর্জগদলঙ্করোতি। তথাপীঙ্গিতানুবর্ত্তিনস্তস্মাৎ কৃষ্ণ এব নির্গুণঃ প্রভুরনির্বচনীয়ৈরন্যৈঃ কিমিব মহনীয়ৈর্গুণৈরেতৈরজাদিভিরপ্যবিদিতৈর্গুণবান্ লীলাতনুঃ সমুজ্জৃম্ভতে।

ন্যায় এই সকল ব্যাপার হইতে মুক্ত থাকিয়া, ক্রীড়াবিলাসার্থ লীলাময়, লোকের পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ, সুখময়, লীলাবিলাসাদি স্বীয় প্রভাবশালী অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভক্তবাৎসল্যবশতঃ স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, মূল-পুরুষ, দেবাদিদেব, লীলাবিলাসে প্রমত্ত স্বয়ং ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) সকল বিষয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিকে, সূর্য্য, চন্দ্র, সপ্তর্ষি, মনু, মন্বন্তরপতি প্রভৃতি সকল পুরুষকে সহচর ও অধীন করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন। তিনি একমাত্র সত্যবস্তু, (তিনিই) সকলকে স্বস্ব সুখে পরিচালন করিতেছেন। অতএব, যে সকল পুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুরূপ বা আদেশকারী এবং অংশবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণই প্রধান বা মূল। সেইহেতু, ঈশ্বরগুণ-দ্বারা সম্ভূত বিষ্ণুরূপাদিও ঈশ্বরই ; তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে ভগবদ্বৈভবাদি-সংসারচক্রের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন।

(৪) কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (বিশ্বব্যাপারে) উদাসীন, গোপীকামুক এবং স্বেচ্ছায় লীলাবান্। তিনি অপর গুণসমূহ-দ্বারা জগৎকে শোভিত করিতেছেন। তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ইঙ্গিতের অনুবর্ত্তনকারী সেই জগৎ হইতে পৃথক্, প্রাকৃতগুণরহিত এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। তিনি বাক্যের অতীত, ব্রহ্মাদিরও অগোচর, পরমপূজ্য, অপর অপ্রাকৃত গুণসমূহে গুণী হইয়া লীলাময় বিগ্রহ স্বীকারপূর্ব্বক আপনি প্রকাশিত হন।

(৫) বলদেবস্তু তদংশ এব। তদ্দেহভাগোঽপি, সর্ব-শক্তিমানপি, ঈশ্বরঃ স্বয়ং প্রভুরপি, কদাচিদনুজো লক্ষ্মণঃ, কদাচিদগ্রজো বলরাম ইতি। কৃষ্ণস্যৈবানন্তগুণভাগং বর্ণয়িতুং ভক্তভাবমেব ভজতে। অন্যথা গুণত্রয়ৈরবিদিতানন্তগুণান্ কে নাম বর্ণয়ন্তু? অতঃ, স্বয়মেব স্বদেহ-ভাগেনাত্মনো গুণান্ বর্ণয়তি। তথাপি দেহাৎ পৃথক্ত্বেন স্থিত ইতি ভক্ত-বাৎসল্যেনাবতরতি। তর্হি বলদেব-লক্ষ্মণয়োরপি শ্রীকৃষ্ণ-পত্ন্যো রুক্মিণী-জানকী-রাধাদ্যা মাতর ঈশ্বর্য্যঃ। তথা শ্রীভাগবতে (১।৩।২৮)—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি।

এবঞ্চেৎ যাসাং শ্রীরাধাদীনাং বলরামাদয়োঽপি অনুগ্রহ-বাঞ্ছকাস্তাসামঙ্গসঙ্গিনো বৈষ্ণবা অনুগ্রহং বাঞ্ছন্তি। যাসা-মেবংভূতাস্তাসামন্যে অঙ্গসঙ্গিনোঽপি বৈষ্ণবাঃ কে? কিন্তু, যদি পরমকারুণ্যং প্রভোঃ প্রকাশতে, তর্হি লক্ষ্মীরিতি কা নাম? কিং তয়া? তথা চ শ্রীভাগবতে (৪।২০।২৮)—

---

(৫) আর, শ্রীবলদেব তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশই, তাঁহার দেহের ভাগবিশেষ হইয়াও, সর্ব্বশক্তিমান্ থাকিয়াও, স্বয়ং প্রভু ঈশ্বর হইয়াও কখনও তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ, কখনও বা অগ্রজ বলরাম হইয়া থাকেন। সেই বলদেব শ্রীকৃষ্ণেরই অনন্ত গুণসকলের বিভাগ বর্ণন করিতে ভক্ত-ভাবই অঙ্গীকার করেন। তাহা না করিলে, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অজ্ঞাত অনন্তগুণসকল কাহারা বর্ণন করিতে পারে? অতএব, (শ্রীকৃষ্ণ) আপনিই আপন দেহাংশদ্বারা (বলদেব-স্বরূপদ্বারা) আপনার গুণসমূহ

জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎকর্ম্মণি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥ ১৯ ॥

বর্ণন করেন। তথাপি, (তিনি) (স্ব) দেহ হইতে পৃথগ্ভাবে (বলদেবরূপে) অবস্থিত—ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-হেতু অবতার। তাহাতে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া রুক্মিণী, জানকী ও রাধা প্রভৃতি শ্রীবলদেব ও শ্রীলক্ষ্মণের মাতৃস্বরূপা অধীশ্বরী। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই বর্ণিত আছে,—"এই সকলও পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা—কেহ অংশ, কেহ বা কলা অর্থাৎ ভাগের ভাগ; কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ (সমগ্রৈশ্বর্য্যময় আদিপুরুষ)।"

এই-প্রকার বিচারে বলরাম প্রভৃতিও যে শ্রীরাধা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের অনুগ্রহপ্রার্থী, (তাঁহাদের) সহচর বৈষ্ণবগণও সেই শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণের অনুগ্রহের প্রার্থী। অঙ্গসঙ্গিগণ (পার্ষদ-বৈষ্ণবগণ) যাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ, তাঁহাদের (কৃষ্ণপ্রিয়াগণের) নিকট অপর বৈষ্ণবগণ কে? কিন্তু, যদি প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) পরমানুগ্রহ প্রকাশিত হয়, তখন (তাদৃশ ভক্তের নিকট) লক্ষ্মী কে? (সেই ভক্তের) তাঁহাতে কি প্রয়োজন? যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২০।২৮) শ্রীপৃথু মহারাজ বলিতেছেন,—

অঃ—১৯। হে জগদীশ! (জগৎ-স্বামিন্)! যৎকর্ম্মণি (যে লক্ষ্মীদেবীর অধিকৃত সেবাকার্য্যে) নঃ (আমার) সমীহিতম্ (ইচ্ছা রহিয়াছে), [সেই] জগজ্জনন্যাম্ (জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত) বৈশসং (কলহ) স্যাৎ এব (হইতেই পারে); [কিন্তু] দীনবৎসলঃ (দীনের প্রতি পরম স্নেহবান্ আপনি) ফল্গু অপি (তুচ্ছ সেবাকেও) উরু করোষি (বহুমানন

তথাপি লক্ষ্ম্যাং বৈষ্ণবদাসকিঙ্করাঃ প্রেমভিক্ষুকা ব্যবহরিষ্যন্তীতি নিশ্চিতার্থঃ।

(৬) যস্মিন্ কালে স্বয়মনন্তো বাসুদেবরূপবৈভবং প্রকাশয়তি, তস্মিন্ কালে লক্ষ্মীর্বিভবময়ী, ন তু লক্ষ্মীত্বেন প্রকাশতে। অবতারে পৃথক্ত্বেন লক্ষ্মীর্ভূত্বা তদনুরূপং বৈভবং প্রকাশয়তি। যদা ত্বনন্তগুণবিভাগং ন করোতি, দেহাৎ পৃথক্ত্বঞ্চ ন দর্শয়তি, অনন্তগুণমিশ্রিতঃ স্বয়মনন্তবাসুদেবরূপবৈভবং প্রকাশয়তি, তর্হি বিভবময়ী লক্ষ্মীঃ পত্নী, ন তু অবতারে পৃথক্ত্বে বৈভবং প্রকাশতে। বৈভবপ্রকাশে বাহবতারে ভাবকলাদয়ঃ সমুদয়ন্তি। তদ্ যথা—অবতারে

করিয়া থাকেন)। স্বে ধিষ্ণ্যে এব (নিজের স্থানেই বা শক্তিতেই) অভিরতস্য (সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত আমার) তয়া (সেই লক্ষ্মীতে) কিম্ (কি প্রয়োজন)? (অঃ—১৯)

অনুঃ—১৯। শ্রীপৃথু মহারাজ বলিতেছেন,—হে জগদীশ! যে লক্ষ্মীদেবীর সেবাকার্য্যে আমার ইচ্ছা, সেই জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত (আমার) বিরোধ হইতেই পারে। (কিন্তু) দীনবৎসল আপনি তুচ্ছ সেবাকেও বহুমানন করেন। নিজ অধিকারে বা শক্তিতেই একান্ত রত আমার তাঁহাতে (সেই লক্ষ্মীতে) কি প্রয়োজন?

তাহা হইলেও বৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের দাসগণ ও তদ্ভৃত্যগণ কৃষ্ণপ্রেমের ভিখারীরূপে শ্রীলক্ষ্মীর প্রতি (অনুগতভাবে) ব্যবহার করিবেন,—ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত।

তাবন্নগ্নত্বং ধূলিখেলনং প্রাকৃতজন-মৈত্রী, নিরাকরণত্বমিত্যাদয় এব দৃশ্যন্তে। এবং লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরূপা, গৃহিণী, গৃহ[১]-সংশ্রয়া, বৈষ্ণবী চ সর্বেষামপ্যুপাদেয়া। ইয়ন্তু সম্পত্তিকথা ভিন্নৈব।

(ঙ) (১) তথা চাদ্যাশক্তি-রুক্মিণী-জানকী-রাধাবিবরণন্তু শৃণ্বন্তু। যথা[২] শ্রীকৃষ্ণঃ স্বদেহাৎ সকলাঃ শক্তীরৈশ্বর্য্য-[৩] গুণাংশ্চ পৃথক্ কৃত্বা বিনোদবিলাস-বিগ্রহেণ ব্যবহারং[৪]

---

(৬) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীঅনন্ত যে সময়ে বাসুদেবরূপ নিজ বিভুত্ব প্রকাশ করেন, তৎকালে শ্রীলক্ষ্মী(ও) বিভবময়ী হন, কিন্তু (নিজ) লক্ষ্মী-স্বরূপে প্রকাশিত হন না; অবতারকালে পৃথগ্‌রূপে লক্ষ্মী হইয়া সেই অবতারের যোগ্য বৈভব প্রকাশ করেন। কিন্তু, যে সময়ে (শ্রীকৃষ্ণ) অনন্ত-গুণের বিভাগ করেন না এবং দেহ হইতেও পার্থক্য প্রদর্শন করেন না, অনন্তগুণে মিশ্রিত থাকিয়া নিজেই অনন্তবাসুদেবরূপ বৈভব প্রকাশ করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মী কেবল বিভবময়ী পত্নীরূপেই থাকেন। কিন্তু, অবতারকালে ভগবানের পৃথগ্বিগ্রহ হইলে (শ্রীলক্ষ্মী) বৈভব প্রকাশ করেন না। বৈভবপ্রকাশসময়ে বা অবতারে তাঁহার ভাব ও কলাদি সমুদিত হয়। তাহার উদাহরণ,—যেমন অবতারসময়ে উলঙ্গভাব, ধূলিখেলা, সাধারণের সহিত বন্ধুতা, প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে লক্ষ্মী সম্পত্তিরূপা, বিষ্ণুর গৃহিণী, গৃহে আশ্রয়বতী ও বৈষ্ণবী; (তিনি) সকলের সম্মাননীয়া। এই সম্পদ্রূপিণী ভগবচ্ছক্তি শ্রীলক্ষ্মীর কথা পৃথক্‌ই বটে।

---

(১) দেহ-(ভঃ); (২) যদা (ভঃ); (৩) শক্তীর্নিঃসার্য্য (ভঃ);
(৪) অবতারং (শ্রীঃ, ভঃ)

কুরুতে, তথা[১] আদ্যাশক্তিরপ্যেকা প্রকৃতির্বৈভবাদ্যবতারাদি-সর্ববনিতাং প্রকাশ্য স্বয়ং বিলাসময়ী উদাসীনা নির্গুণা ভাবকলাবৈদগ্ধ্যাদি-পাণ্ডিত্যাদ্যনির্বচনীয়[২]প্রধানগুণময়ী রাধা-রূপাবির্ভবতি। আদ্যাশক্তিরিয়ন্তু রাধারূপাবিরভূৎ পূর্বম্। আত্মানমেব বিলাসময়ীং কৃষ্ণঞ্চ বিলাসময়মেবম্ভূতং জানাতি। স্বয়ং পরমবৈষ্ণবী ভক্তি[৩]বলাদেব জানাতি। কৃষ্ণ এবাত্মানং সর্বাংশ্চান্যানপি জানাতীতি। স এবৈকোঽদ্বিতীয় ঈশ্বর ইতি নিশ্চয়ঃ পরমরহস্যসার ইতি।

---

(৬) (১) আরও, আদ্যাশক্তি, রুক্মিণী, জানকী ও শ্রীরাধার বিবরণ শ্রবণ করুন। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বদেহ হইতে সকল শক্তি প্রকাশ করিয়া ও সকল গুণকে পৃথক্ করিয়া বিনোদবিলাসময় বিগ্রহ লইয়া লীলা করেন, সেরূপ আদ্যাশক্তিও অদ্বিতীয়া প্রকৃতিরূপে বৈভবাদির ও অবতারাদির বনিতাসকলকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং বিলাসবতী, উদাসীনা, প্রাকৃতগুণ-রহিতা থাকিয়া, (শ্রীকৃষ্ণে) অনুরাগ, (নৃত্যাদি) কলা, চাতুর্য্য প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বচনাতীত (অপ্রাকৃত) শ্রেষ্ঠগুণসমূহে পরিপূর্ণা শ্রীরাধিকা-রূপে আবির্ভূতা হন। এই আদ্যাশক্তি প্রথমে রাধারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। (তিনি) আপনাকে বিলাসময়ীই ও শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বিলাসময় জানেন। (তিনি) স্বয়ং পরমবৈষ্ণবী বলিয়া ভক্তিবলেই সমস্ত অবগত আছেন। নিজকে এবং অপর সকলকেও শ্রীকৃষ্ণেই (অবস্থিত বলিয়া) জানেন। অথবা, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আপনাকে এবং অপর সকলকেও জানেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর,—এই সিদ্ধান্ত পরম রহস্যের সার।

---

(১) তদা (ভঃ) ; (২) পণ্ডিতা অনির্বচনীয়া (ভঃ) ; (৩) বৈষ্ণবীভক্তিবলাদেব (ভঃ)

পুরুষেষু যথা কৃষ্ণঃ স্ত্রীষু রাধা তথৈব হি।
অন্যাস্তদনুযায়িন্যো যথা পুংসোঽনুযায়িনঃ ॥ ২০ ॥

(২) যথা[১] গৌরী শক্তিরূপা রাধাবয়বসম্ভূতা মহেশ-স্যাপি কদাচিদুপদেষ্ট্রী শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে কদাচিদ্বরং বব্রে,—রাধাকৃষ্ণবিহারমহং দ্রষ্টুমীহে। ততশ্চ কৃষ্ণাদ্‌বরং লব্ধ্বা বৃন্দারূপেণ গোকুলে জন্ম লব্ধ্বা তৎ সর্বং দৃষ্টবতী।

অঃ—২০। পুরুষেষু (পুরুষগণের মধ্যে) কৃষ্ণঃ যথা (শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অদ্বিতীয়) স্ত্রীষু (স্ত্রীগণের মধ্যে) রাধা তথৈব হি (শ্রীরাধা তাদৃশী অদ্বিতীয়াই)। [অপর পুরুষগণ] যথা (যেরূপ) পুংসঃ (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের) অনুযায়িনঃ (অনুগত), [সেইরূপ] অন্যাঃ (অপর স্ত্রীগণ) তদনুযায়িন্যঃ (শ্রীরাধার অনুগতা)।

অনুঃ—২০। পুরুষগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ (অদ্বিতীয়); স্ত্রীগণমধ্যে শ্রীরাধা সেইরূপই (অদ্বিতীয়া)। (পুরুষগণ) যেরূপ পরমপুরুষের (শ্রীকৃষ্ণের) অনুগত, (সেইরূপ) অপর স্ত্রীগণ তাঁহার (শ্রীরাধার) অনুগামিনী।

(২) আর, শক্তিরূপা গৌরী শ্রীরাধার অবয়ব হইতে উৎপন্না, তিনি কখনও মহাদেবেরও উপদেশকারিণী। তিনি একসময় কৃষ্ণের নিকট বর চাহিলেন,—'আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার দর্শন করিতে অভিলাষ করি।' তদনন্তর কৃষ্ণের নিকট বর পাইয়া গোকুলে বৃন্দা-রূপে জন্মলাভ করিয়া সেই সব লীলা দেখিলেন।

---

(১) তথা (ভঃ)

(৩) অতঃ সাপি সম্পত্তিরূপা দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতেতি রাধাবিলাসাবতারান্ নো বেত্তি। কিমন্যদ্বা মত্বাপি, আদিরপি[১] পুমান্ নো বেত্তি। এতেন রাধাকৃষ্ণরহস্যং মনসোঽপ্যগোচরমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অতএব, নাজাদয়োঽপি স্বত এব জানন্তি। এতদ্ ভাগবতে বিদিতম্।

(৪) লক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠবিভবময়ী রাধাসাম্যং ন লভত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে বহুশ্লোকাঃ। যথা (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্‌॥ ইত্যাদ্যাঃ॥২১॥

---

(৩) অতএব, তিনিও (গৌরীও) সম্পত্তিরূপা (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির অন্তর্গতা), (শ্রীরাধিকার) দেহ (অর্থাৎ রাধার অঙ্গবিভূতি লক্ষ্মীগণ) হইতে পৃথক্‌স্বরূপা ;—এইহেতু শ্রীরাধার বিলাস ও অবতারগণকে (লক্ষ্মী ও মহিষীগণকে) জানেন না। আর অধিক বিচারে প্রয়োজন কি—আদিপুরুষও (প্রথম পুরুষাবতার শ্রীমহাবিষ্ণুও) জানিতে পারেন না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাধাকৃষ্ণের গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্যামী পরমাত্মারও অগোচর,—ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব, ব্রহ্মাদিও আপনা হইতে জানিতে পারেন না,—ইহা শ্রীভাগবতে অবগত হওয়া যায়।

(৪) বৈকুণ্ঠবিভবময়ী শ্রীলক্ষ্মীও রাধার সমতা লাভ করেন না,—এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বহু শ্লোক আছে, যথা—

---

(১) মনোঽপি আদিরপি (ভঃ)

গুণময্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পুমাংসশ্চ গুণোদ্ভবাঃ।
রাধা তু নির্গুণা কৃষ্ণো নির্গুণঃ সমতা কথম্ ॥ ২২ ॥

অঃ—২১। রাসোৎসবে (রাসক্রীড়ায়) অস্য (এই শ্রীকৃষ্ণের) ভুজদণ্ডগৃহীত-কণ্ঠলব্ধাশিষাং (বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গিত-কণ্ঠ পূর্ণকাম) ব্রজসুন্দরীণাম্ (বৃন্দাবনবাসিনীগণের) যঃ প্রসাদঃ (যে প্রসাদ) উদগাৎ (উদ্গত বা আবির্ভূত হইয়াছিল), অয়ং (এই অনুগ্রহ) অঙ্গে (বক্ষো-দেশে) নিতান্তরতেঃ (একান্তভাবে আসক্ত) শ্রিয়ঃ (লক্ষীর) ন (হয় নাই) ; নলিনগন্ধরুচাম্ (পদ্মের ন্যায় গন্ধ ও কান্তি-বিশিষ্ট) স্বর্যোষিতাং (স্বর্গের দেবীগণের) [ন—হয় নাই] ; অন্যাঃ (অপর মানবী-প্রভৃতি) কুতঃ (তাহা কোথা হইতে পাইবে) ?

অঃ—২২। সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ (ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সকল স্ত্রীজন) গুণময্যঃ (মায়াগুণযুক্ত) পুমাংসশ্চ (এবং ব্রহ্মাদি পুরুষগণ) গুণোদ্ভবাঃ (মায়াগুন-সৃষ্ট)। রাধা তু (কিন্তু, শ্রীরাধিকা) নির্গুণা (প্রাকৃতগুণহীনা), কৃষ্ণঃ নির্গুণঃ (এবং শ্রীকৃষ্ণও প্রাকৃতগুণাতীত)। (অতএব) সমতা কথম্ (তাঁহাদের মধ্যে সমতা কিরূপে হইতে পারে) ?

অনুঃ—২১। রাসোৎসবে ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গিতকণ্ঠ, পূর্ণকাম ব্রজরমণীগণের প্রতি যে প্রসাদ প্রকটিত হইয়াছিল, এই প্রসাদ একান্তভাবে বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রতি হয় নাই, পদ্মের গন্ধ ও কান্তিবিশিষ্টা স্বর্গের দেবীগণের হয় নাই ; অপরে (মানবী প্রভৃতি) তাহা কোথা হইতে পাইবে ?

রাধা চ নির্গুণময়ী কৃষ্ণোঽপি নির্গুণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥

ন কথং সাম্যং ভবিষ্যতি* ?

(৫) কিন্তু, বৈকুণ্ঠবিভবে লক্ষ্মীঃ সর্বাধিকারিণী সর্বদেব-শিরোরত্নভূতা বৈকুণ্ঠনাথস্য পরমপ্রেয়সী, বৈকুণ্ঠনাথোঽপি তস্যাং লম্পটঃ।

(৬) তস্মাদ্বিলাসবিনোদাবতারেঽপি সর্বনিরপেক্ষভাবেচ্ছা যদা ভবতি তদৈব রাধাসঙ্গং কুরুতে। অতএব, দ্বাদশ-ত্রয়োদশবর্ষাভ্যন্তর এব বৃন্দাবনেঽপি মাতাপিতৃসঙ্গং ত্যক্ত্বা

অঃ—২৩। রাধা চ (শ্রীরাধাও) নির্গুণময়ী (ত্রিগুণাতীতা), কৃষ্ণোঽপি (কৃষ্ণও) নির্গুণঃ (ত্রিগুণশূন্য) স্মৃতঃ (বলিয়া কথিত)।

অনুঃ—২২। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সকল স্ত্রীজন মায়াগুণযুক্ত এবং ব্রহ্মাদি পুরুষগণ মায়াগুণসৃষ্ট। কিন্তু, শ্রীরাধিকা প্রাকৃত-গুণাতীত এবং শ্রীকৃষ্ণও প্রাকৃতগুণাতীত। (অতএব, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে) সমতা কিরূপে হইবে ?

অনুঃ—২৩। শ্রীরাধাও নির্গুণময়ী, শ্রীকৃষ্ণও নির্গুণ বলিয়া কথিত।

অতএব (ইহাদের—শ্রীরাধাকৃষ্ণের) সমতা কেন হইবে না ?

(৫) কিন্তু, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে লক্ষ্মীই সমস্তের অধিকারিণী, সকল দেবতার মস্তকের মণিস্বরূপা, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের পরম-প্রিয়তমা, বৈকুণ্ঠনাথও তাঁহাতেই অনুরক্ত।

---

* "রাধা......ভবিষ্যতি ?" (ভঃ) পুস্তকে নাই।

উদাসীনঃ পরমহংসঃ সর্বৈরেব সঙ্গৈর্নিগূঢ়ো নিগূঢ়বনৈরপি নিগূঢ়ো[১] রমতে। তত্রৈব যদি কদাচিদেবান্যকার্য্যং পততি তর্হি ব্যবহার-সম্মতানৈশ্বর্য্য-শৌর্য্য-চাতুরীপ্রবন্ধাংশ্চতুর-শিরোমণিঃ কুরুতে।

(৭) তস্মাদ্বিচার্য্যতাং স্বচেতসি রাধাকৃষ্ণবিবরণং কিমিবা-নির্বচনীয়ং বস্তু ; পরম-প্রেমময়ং সকলরসসম্পূর্ণং পরমানন্দ-স্বরূপমুত্তমভাগবত-পরমহংসানাং জীবনম্। নাতঃ পরঃ শ্রেয়ঃপ্রকাশঃ কদাচিদপি লভ্যতে ; অনেকজন্মভাগ্যো-দয়ৈরেব কদাচিৎ শ্রবণভাগৈ্যঃ শ্রূয়তে।

---

(৬) অতএব, লীলাসুখ-আস্বাদনের নিমিত্ত অবতারসময়েও (শ্রীকৃষ্ণের) যখন সর্ব্বনিরপেক্ষ প্রেমের (প্রেমাস্বাদের) কামনা হয়, তখনই (তিনি) শ্রীরাধার সঙ্গ করেন। অতএব, বৃন্দাবনেও (শ্রীকৃষ্ণ) দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষের অভ্যন্তরেই মাতা ও পিতার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সকল সঙ্গের অদৃশ্য হইয়া ও নিবিড় বনে আবৃত হইয়া (অপরের প্রতি) উদাসীন (নিরপেক্ষ) পরমকামদেবরূপে বিহার করেন। তাহাতেই যদি কোন দিন অন্য কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন চতুরশিরোমণি ব্যবহার-সম্মত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও চাতুরী বিস্তার করিয়া থাকেন।

(৭) অতএব, নিজচিত্তে বিচার করুন,—শ্রীরাধাকৃষ্ণের (লীলার) বিবরণ (বর্ণনা) কি এক বচনাতীত বিষয়! ইহা পরমপ্রীতিপূর্ণ, সকলরসে সম্পূর্ণ, পরমানন্দ-স্বরূপ ও উত্তমভাগবত পরমহংসগণের জীবন। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিত্যমঙ্গলের প্রকাশ কখনও পাওয়া যায় না ; অনেক জন্মার্জিত সৌভাগ্যের পরিপাকে কখনও শ্রবণের ভাগ্য উপস্থিত হইলে শ্রবণ হইয়া থাকে।

---

(১) তন্নিগূঢ়ো (ভঃ)

(৮) রাধাসৌভাগ্যাধিক্যং কিং বা বর্ণ্যতে ? পশ্য পশ্য, রুক্মিণ্যাদি-সকলমহিষী-সকলসৌভাগ্যবিদপি রাধাভাবং গোপী-ভাবঞ্চ বিলোক্য শ্রীমদুদ্ধবো যথাভূৎ, তৎ সর্বং শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ্যম্। সকলমহিষীভাবং[১] বিস্মৃতবান্, দাসানাঞ্চাত্মবদ্ভক্তা-নামকিঞ্চনতাং দৃষ্টবান্। (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥* ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

---

(৮) শ্রীরাধার সৌভাগ্যের আতিশয্য কিই বা বর্ণন করা যায় ? দেখুন, শ্রীমদুদ্ধব মহাশয় শ্রীরুক্মিণী-প্রভৃতি সকল মহিষীর সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বিদিত হইয়াও শ্রীরাধার ও গোপীগণের অনুরাগ-দর্শনে যেরূপ হইয়াছিলেন, সেইসকল শ্রীমদ্ভাগবতে অবগত হওয়া যায়। (তিনি) সকল মহিষীগণের ভাব (প্রেমের কথা) বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং নিজতুল্য ভক্তদাসগণের তুচ্ছতা (দৈন্য) বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

অঃ—২৪। নিখিলাত্মনি (সমগ্রবিশ্বের আত্মা) গোবিন্দে (শ্রীকৃষ্ণের) রূঢ়ভাবাঃ (পরমানুরাগবতী) এতাঃ গোপবধ্বঃ এব (এই গোপপত্নীগণই) ভুবি (পৃথিবীতে) পরং (কেবল) তনুভৃতঃ (সার্থক-দেহধারিণী)। ভবভিয়ঃ (মুমুক্ষুগণ), মুনয়ঃ (মুক্তগণ) বয়ঞ্চ (এবং আমরা ভক্তগণ) [তাঁহাদের] যৎ (যে অনুরাগ) বাঞ্ছন্তি (ইচ্ছা করি)। অনন্তকথারসস্য (কৃষ্ণকথা-রসিকের) ব্রহ্মজন্মভিঃ (ত্রিবিধ ব্রাহ্মণজন্মে বা বহু ব্রহ্মজন্মে) কিম্ (কি প্রয়োজন) ?

---

(১) সকলমহিষীং (শ্রীঃ) ; * এই শ্লোকটী (ভঃ) পুস্তকে নাই।

(৯) স্বয়ং ব্রহ্মণাপি গোকুলগোপিকানাং[১] সম্বন্ধে যথোক্তং তদপি বিদিতম্। তথা চ, শ্রীনারদঃ কদাচিদ্ দ্বারকামাগত্য রাধারহস্যং পৃষ্টবান্। তস্মি[২] স্বয়ং প্রভুঃ কথয়ং-স্তমেব ভাবং স্মারং স্মারং প্রেমবিমোহিতঃ সাদরং নারদং গোকুলং প্রেষয়ামাস। শ্রীনারদস্তু রাধাভাবং বিলোক্য তত্র চ কৃষ্ণভাবং বিলোক্যাত্মানং বিস্মৃতবান্। শ্রীরাধাং কৃষ্ণঞ্চ[৩] সন্দৃশ্য রাধাকৃষ্ণপ্রশংসয়াত্মানঞ্চ[৪] প্রেমবিহ্বলঃ কৃতার্থং মেনে। রুক্মিণ্যাদি-মহিষীণাঞ্চ ভাবো[৫] ন তথেতি বিচারিতবান্। তথা চ[৬] শ্লোকঃ কোঽপি পৌরাণিকঃ,—

অনুঃ—২৪। সমগ্র বিশ্বের আত্মা শ্রীকৃষ্ণে পরমানুরাগবতী এই গোপবধূগণই পৃথিবীতে কেবল (সার্থক-) দেহধারিণী। (তাঁহাদের) সেই অনুরাগ মুমুক্ষুগণ, মুক্তগণ এবং আমরা ভক্তগণ বাঞ্ছা করি। কৃষ্ণকথা-রসিকের ত্রিবিধ ব্রাহ্মণজন্মে বা বহু ব্রহ্ম-জন্মে কি প্রয়োজন ?

(৯) স্বয়ং ব্রহ্মাও গোকুলের গোপীগণের বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও (শ্রীভাগবতে) বিদিত আছে। আরও, দেবর্ষি শ্রীনারদ একদা দ্বারকায় আসিয়া শ্রীরাধার গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সেই তত্ত্ব বলিতে বলিতে সেই প্রেম পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, প্রেমে মুগ্ধ হইয়া শ্রীনারদকে সাগ্রহে গোকুলে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনারদ শ্রীরাধার ভাব ও তাঁহাতে (শ্রীরাধার প্রতি) শ্রীকৃষ্ণের ভাব দেখিয়া আপনাকে

---

(১) গোকুলগোপীনাং (ভঃ); (২) তর্হি (ভঃ, শ্রীঃ); (৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণঞ্চ (ভঃ, শ্রীঃ); (৪) স-সংশয়াত্মানঞ্চ (শ্রীঃ); (৫) ভাবং (শ্রীঃ); (৬) (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই।

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়াং
রুক্মিণ্যাপি প্রবল[১]পুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্মসৃণযমুনাতীর-বানীরকুঞ্জে
আভীরস্ত্রী-নিভৃতচরিতধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ॥ ২৫॥

(১০) অন্যচ্চ, যত্র যত্র বিলাসবিনোদং লাম্পট্যং বা শ্রীকৃষ্ণঃ করোতি, তত্র তত্রৈব রাধাধ্যানমেব জাগ্রদ্রূপম্ ; তেনৈব নির্বৃতঃ। অন্যত্র কার্য্যানুরোধে কপটমৈত্রী

বিস্মৃত হইলেন। (তিনি) শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে, প্রেমে অধীর হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের প্রেম তদ্রূপ নহে,—এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন। (ঐ বিষয়ে) এক পৌরাণিক শ্লোক আছে,—

অঃ—২৫। দ্বারকায়াং (দ্বারকা পুরীতে) রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে (রত্নের প্রভায় সমুদ্রের রঞ্জনকারী গৃহে) রুক্মিণ্যাপি (রুক্মিণী-কর্ত্তৃকও) প্রবলপুলকোদ্ভেদং (বিপুল পুলক-প্রকাশ-সহকারে) আলিঙ্গিতস্য (আলিঙ্গিত) মুরারেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) মসৃণযমুনাতীর-বানীরকুঞ্জে (স্নিগ্ধ-যমুনার তীরস্থিত বেতসকুঞ্জ-মধ্যে) আভীরস্ত্রী-নিভৃত-চরিতধ্যান-মূর্চ্ছা (গোপবনিতাগণের গুপ্তলীলাসমূহের চিন্তাজনিত মোহ) বিশ্বং (বিশ্বকে) পায়াৎ (রক্ষা করুক্)।

অনুঃ—২৫। দ্বারকাপুরীতে রত্নপ্রভাদ্বারা সমুদ্রের রঞ্জনকারী গৃহে শ্রীরুক্মিণীদেবী-কর্ত্তৃকও বিপুল-পুলকোদ্গম বিস্তার-পূর্ব্বক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধযমুনা-তীরে বেতসকুঞ্জ-মধ্যে গোপস্ত্রীগণের গোপনলীলার চিন্তাজনিত মোহ বিশ্বকে রক্ষা করুক্।

---

(১) প্রতত-(শ্রীঃ)

(জ্ঞাতব্যা)। এতেন জ্ঞাতব্যঃ,—শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবন-রাসাবধি[১]প্রকাশ এবাবতার ইতি[২] (সারমিতি) ব্যক্তার্থঃ।

রাধেতি কিমিদং নাম বিধিনা কেন নির্মিতম্।
সর্বেশ্বরো হি যঃ কৃষ্ণো যস্যাঃ[৩] কিঙ্করদাসবৎ ॥ ২৬ ॥
রাধেতি মোহনং নাম ন জানে[৪] কুত আগতম্।
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ং[৫] কৃষ্ণং শৃঙ্গারৈঃ[৬] ক্রীতবদ্ধনৈঃ ॥ ২৭ ॥

---

(১০) আরও,—শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যেখানে বিলাসানন্দ বা লাম্পট্য করেন, সেই সেই স্থানেই শ্রীরাধার চিন্তাই উজ্জ্বলরূপে জাগ্রত থাকে, তাহাতেই তিনি সুখী। অন্য স্থলে কার্য্যানুরোধে তাঁহার কৃত্রিম বন্ধুতা জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলা-পর্য্যন্ত প্রকাশই (শ্রীকৃষ্ণ-) অবতার-(সার) ;—ইহাই স্পষ্টার্থ।

অঃ—২৬। রাধা (শ্রীরাধা) ইতি ইদং (এই বস্তুটী) কিং নাম (কিই বা হইতে পারে)? কেন বিধিনা (কোন্ বিধাতা-কর্ত্তৃক) নির্ম্মিতম্ (গঠিত হইয়াছে)? হি (কেন না), যঃ কৃষ্ণঃ (যে শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বেশ্বরঃ (সকলের ঈশ্বর বা প্রভু) [তিনি] যস্যাঃ (যেই শ্রীরাধার) কিঙ্করদাসবৎ (তুচ্ছ-কর্ম্মকারী ভৃত্যের তুল্য)।

অঃ—২৭। রাধা ইতি ('শ্রীরাধা'—এই) মোহনং নাম (চিত্তাকর্ষক নাম) কুতঃ (কোথা হইতে) আগতম্ (আসিয়াছে),—ন জানে (জানি না) ; [সেই নাম] ষড়ৈশ্বর্য্যময়ং (সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা পূর্ণরূপে শোভমান) কৃষ্ণম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) শৃঙ্গারৈঃ ধনৈঃ (মধুরপ্রেমরূপ ধনের দ্বারা) ক্রীতবৎ (ক্রয় করিয়াছেন)।

---

(১) বৃন্দাবনরাধাবধি-(শ্রীঃ) ; (২) (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই ; (৩) কৃষ্ণস্তস্যাঃ (শ্রীঃ) ;
(৪) অযোনি (ভঃ) ; (৫) সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ং (ভঃ) ; (৬) শৃঙ্গারে (ভঃ)

হা হা নিষ্করুণা রাধা ক্ক গতা গুণবিগ্রহা।
গুণসংখ্যে বহুস্থানে লব্ধা ভ্রমিতবান্ প্রভুঃ ॥ ২৮ ॥

(১১) পশ্য পশ্য, নিগূঢ়াতিনিগূঢ়ং[১] নিরূপ্যতে,—সকলেন্দ্রিয়ৈঃ সাবধানা মহান্তঃ পরমমঙ্গলং রহস্যং শৃণ্বন্তু। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ প্রকটপরমানন্দ-বিগ্রহোঽপি সর্বাবতার-সারভূতোঽপি সর্বাবতারশক্তি-প্রকাশসমর্থোঽপি সর্বা-

---

অঃ—২৮। হা হা (হায় হায়,)! গুণ-বিগ্রহা (অপ্রাকৃত গুণ-রূপিণী) রাধা (শ্রীরাধিকাকে) লব্ধা (প্রাপ্ত হইয়াছিলাম) ; [কিন্তু, শ্রীরাধা] নিষ্করুণা (করুণাশূন্যা হইয়া) ক্ক গতা (কোথায় গেল ?) [এই বলিয়া] গুণসংখ্যে (শ্রীরাধাগুণ-কীর্ত্তনময়) বহুস্থানে (অনেক স্থানে) প্রভুঃ (প্রভু শ্রীকৃষ্ণ) ভ্রমিতবান্ (ভ্রমণ করিয়াছিলেন বা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন)।

অনুঃ—২৬। 'রাধা'—এই বস্তুটী কিই বা হইতে পারে ? কোন্ বিধি ইঁহাকে গঠন করিয়াছেন ? কেন না, যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর, (তিনি) সেই রাধার অতি তুচ্ছ কর্মকারী ভৃত্যসদৃশ।

অনুঃ—২৭। 'রাধা'—এই মোহন নাম কোথা হইতে আসিয়াছে, জানি না। (সেই নাম) ষড়ৈশ্বর্য্যময় কৃষ্ণকে মধুর-প্রেমরূপ ধনের দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন।

অনুঃ—২৮। হায়! হায়! অপ্রাকৃত গুণরাশির মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীরাধাকে পাইয়াছিলাম, (কিন্তু, রাধা) কোথায় গেল ? —(এই বলিয়া) রাধাগুণকীর্ত্তনময় বহু স্থানে ভগবান্ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

---

(১) নিগূঢ়াতিগূঢ়ঞ্চ (ভঃ)

বতারব্যক্তয়ে[১] দাসদাসীসঙ্গবানপি রাধাসঙ্গপ্রকাশং ন কৃতবান্। অস্য সর্বাবতারপ্রকাশত্বং সর্বৈরেব নিশ্চিতমাস্তে। তথাপি রহস্যমেকং যুক্তমেব[২] শ্রূয়তাম্। শ্রীকৃষ্ণঃ সকলবিলাস-বিনোদরূপ-কৈশোরাদিগুণসম্পন্নোঽপি[৩] স্ত্রীণাং বনচরীণাং মোহনং চকার; কিমেতৎ? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তু কৌপীনধারী দীনবেশঃ সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃতোঽত্যন্তদুর্দান্তং[৪] বলবন্তং মহাবৃষভদুর্রূঢ়ম[৫]ধ্যাত্মবাদিনং বিষয়ান্ধং কুযোগিনং জড়মজস্রমন্যপং পাপং[৬] চণ্ডালং যবনং মূর্খং কুলস্ত্রিয়ঞ্চ প্রেমসিন্ধৌ পাতয়ামাস; আনন্দেন বৈকুণ্ঠোপরি স্থাপয়ামাস। কেবলং প্রেমধারয়ৈব সর্বেষামাশয়ং

(১১) দেখুন, দেখুন,—অতি গুহ্য হইতেও গুহ্যতর বিষয় নিরূপিত হইতেছে,—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অবহিত হইয়া মহাজনবর্গ পরমকল্যাণ-স্বরূপ গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ পরমানন্দমূর্ত্তি, সকল অবতারের সারস্বরূপ, সকল অবতারের সর্ব্ববিধ-শক্তির প্রকাশে সমর্থ, সকল অবতারের প্রকাশার্থ (সেই সেই অবতারানুরূপ) দাসদাসী-সমন্বিত হইয়াও শ্রীরাধার সাহচর্য্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাতে সকল অবতারের প্রকাশময় ভাবসকল তত্ত্বজ্ঞ-কর্ত্তৃকই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহা হইলেও যুক্তিসিদ্ধ এক রহস্য শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিলাস, বিনোদ, রূপ ও কৈশোরাদি গুণ-সম্পন্ন হইয়াও বনচরী রমণীদিগের

(১) 'ব্যক্তয়ে' (ভঃ) পুস্তকে নাই; (২) ব্যক্তমেব (ভঃ);
(৩) 'গুণসম্পন্নোঽপি' স্থলে 'সম্পূর্ণোঽপি' (ভঃ); (৪) 'দুর্দ্দান্তং' (ভঃ) পুস্তকে নাই;
(৫) মহাবৃষভাদূর্দ্ধারূঢ়ং (ভঃ); (৬) 'পাপং' (ভঃ) ও (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই।

শোধিতবান্, আসুরভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্[১]। কিমন্যদ্বা বহু বক্তব্যং? পুরুষান্ এব প্রকৃতিভাবং নিনায়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যভাবকলা-মোহিতাঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিত-ভাবদর্শনসমুদিত-গোপীগণভাবা বেদান্তিনোঽপি বিষয়িণোঽপি প্রকৃতিভাবৈর্ননৃতুঃ। বৈষ্ণবানাং কা কথা? তথাপি রাধেতি নাম রূপঞ্চ ব্যক্তং ধরণীমণ্ডলে ন প্রকাশিতবান্। শ্রীরাধা শ্রীগদাধর-পণ্ডিত এব, সকলচরিত্রভাবঞ্চ প্রশস্য সৈর্বিখ্যাতঃ। তথাপি নাম তস্যাপি রূপঞ্চ নিগূঢ়ং কৃতম্। ভাবৈস্তু রাধাকৃষ্ণমেব গীতবান্; রাধাকৃষ্ণং বিনা কিমন্যং ন বোধয়ামাস। রাধাকৃষ্ণ-ভাবময়ং জগদেব কৃতং, তদেব সম্প্রকাশিতবান্[২]। রাধানাম্নঃ শ্রবণাৎ স্মরণাদ্বিলপিতবান্, রুদিতবান্, প্রমুদিতবান্, নর্ত্তিতবান্[৩]; তথাপি সংগোপিতবানেব।

চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন,—ইহাই বা কিরূপ? কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৌপীনধারী, দীনবেশ, সন্ন্যাসাশ্রমে ভূষিত হইয়া অতীব দুর্দ্দমনীয় বলবান্‌কে, মহাবৃষের ন্যায় অতীব ক্লেশে পরাজেয় (অতীব দুরারোহ) অধ্যাত্মবাদীকে, বিষয়ান্ধকে, কুযোগীকে, জড়জনকে, অজস্র মদ্যপায়ীকে, পাপী চণ্ডালকে, যবনকে, মূর্খকে এবং কুল-রমণীগণকেও প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন; আনন্দের সহিত বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে গোলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন। কেবল প্রেমধারা-দ্বারাই সকলের চিত্ত শোধন করিয়াছেন এবং তাহাদের আসুর ভাবসমূহ বিচূর্ণ করিয়াছেন। অধিক কি আর বলা যাইতে পারে;—পুরুষদিগকেও প্রকৃতিভাবে বিভাবিত করিয়াছেন।

---

(১) চূর্ণীকৃতবান্ (ভঃ); (২) রসং প্রকাশিতবান্ (ভঃ); (৩) লক্ষিতবান্ (ভঃ)

(১২) শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্তু যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সর্বা-বতারপ্রকাশভূমিস্তথা সকলবৈভবময়-শ্রী-[১]সমূহপ্রধানভূতঃ। যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো নির্গুণস্তথা পণ্ডিতোঽপি[২] নির্গুণঃ। এতয়োরেব দৈহিকতামৈত্রী। নির্গুণ-গুণিনোর্মৈত্রী ছিন্ন-ভিন্না[৩]। ততস্তত্রৈব[৪] পণ্ডিতদেহে রাধাভাবেন বিলাসং কুরুতে। বৈভবপক্ষচাতুর্য্যে[৫] লক্ষ্মী, রুক্মিণী, সীতা,

---

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাব-বিভূতিতে বিমোহিত হইয়া (এবং) শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভাবদর্শনে গোপীগণের ভাবোদয়-বিশিষ্ট সকল বেদান্তী ও বিষয়ী লোকেরাও প্রকৃতির ভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের আর কথা কি? তাহা হইলেও 'রাধা' এই নাম ও (ইঁহার) রূপ স্পষ্টভাবে পৃথিবীতে প্রকাশ করেন নাই। শ্রীগদাধর পণ্ডিতই শ্রীরাধা বলিয়া (মহাপ্রভুর) নিজগণকর্তৃক (তাঁহার) সকল চরিত্র ও ভাবের প্রশংসাপূর্ব্বক বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছেন। তথাপি, তাঁহার নাম এবং রূপও বিশেষরূপে গোপনে রাখা হইয়াছে। কেবল অনুরাগ-ভরে শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই কীর্ত্তন করিয়াছেন, (কাহাকেও) শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহাকেও (তত্ত্বকে) বুঝান নাই। (সমগ্র) জগৎকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাবময়ই করিয়াছেন এবং তাহাই সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরাধার নামের শ্রবণে ও স্মরণে বিলাপ, রোদন, প্রমোদ ও নৃত্য করিয়াছেন, তথাপি (তাঁহাকে) সংগোপনই করিয়াছেন।

(১২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যেরূপ সকল অবতারের প্রকাশ-স্থান, শ্রীগদাধর পণ্ডিতও সেইরূপ সকল বৈভবময়ী লক্ষ্মীসমূহের প্রধান স্বরূপ।

---

(১) স্ত্রী (শ্রীঃ); (২) পণ্ডিত এব (শ্রীঃ); (৩) ছিন্না ভিন্না (শ্রীঃ);
(৪) সুতরাং (ভঃ); (৫) অন্যত্র বৈভবপক্ষে (শ্রীঃ, ভঃ)

কাত্যায়নী পরমপ্রেয়সী ; সর্বময়স্তু পণ্ডিত এব। কিঞ্চ, গুণিগুণিনোর্মৈত্রী নির্গুণস্যাগুণস্য চ গাঢ়ানুরাগাদ্[১] ভবতি। সগুণনির্গুণয়োর্মৈত্রী গাঢ়ানুবন্ধা ন স্যাৎ। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্বশক্তিমত্তয়া সর্বত্র মৈত্রী ঘটতে ; তাদৃশং[২] নানামত-বৈভবচাতুর্য্যেণ সম্পদ্যতে, ন তু (তৎ)[৩] সহজম্। কৃষ্ণস্যোদাসীনভাবেন বিলাসবিনোদময়-সকলস্বভাবস্তেন রাধাকৃষ্ণমিলনমেব সত্যম্। তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গদাধর-পণ্ডিত[৪]-মিলনম্ (এব সত্যম্) ইতি। ভক্তানামিদমেব[৫] সত্যং জীবনঞ্চেতি। (কৈর্যদি প্রকারান্তরমিলনং মন্যতে,

---

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেরূপ নির্গুণ (প্রাকৃতগুণের সম্পর্কহীন), শ্রীগদাধর পণ্ডিতও তাদৃশ নির্গুণ। শারীরিক সম্বন্ধগত মৈত্রী কেবল এই উভয়েরই। নির্গুণের সহিত প্রাকৃত গুণবানের সৌহার্দ্দ্য ছিন্ন ও ভিন্ন হয় অর্থাৎ স্থায়ী হয় না। অতএব, রাধাভাবহেতু (ভগবান্) সেই পণ্ডিতের দেহেই বিলাস করিয়া থাকেন। বৈভবপক্ষ-চাতুর্য্য-বিষয়ে লক্ষ্মী, রুক্মিণী, সীতা, কাত্যায়নী প্রভৃতি (শ্রীকৃষ্ণের) পরমপ্রেয়সী; কিন্তু পণ্ডিতই সর্ব্বময়। আরও,—প্রাকৃত গুণবানের সহিত অপর ঐ প্রকার গুণীর, এবং নির্গুণ জনের সহিত অপর নির্গুণের সৌহার্দ্দ্য গাঢ় অনুরাগপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু, সগুণের সহিত নির্গুণের মৈত্রী গাঢ়রূপে সংবদ্ধ হয় না। সর্ব্বশক্তিমত্তা-হেতু শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বস্থানে মৈত্রী সম্ভব হয়। ঐরূপ মৈত্রী বিবিধ অভীপ্সিত বৈভবচাতুর্য্য-দ্বারা সংঘটিত হয়, কিন্তু,

---

(১) গাঢ়ানুরাগা (ভঃ) ; (২) তদপি (ভঃ) ; (৩) (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই ; (৪) (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই ; (৫) ভক্তানাং মিলনমেব (ভঃ)

তে অদৃশ্যা অস্পৃশ্যাশ্চ, গৌরহরিচরণতামরসং ন প্রাপ্নুবন্তি।) বিষয়িণাং পৌরাণিকানাং কুপণ্ডিতানাং বহুপ্রলাপবাদিনান্তু ভিন্নভিন্নৈব মতিরিতি, হা হা তেষাং দৌর্ভাগ্যম্! হা হা তেষাং মহান্ প্রলয়ঃ! তস্মাজ্জগতি ভক্তা এব চতুরা, ভক্তা এব ধন্যা, ভক্তা এব পণ্ডিতা, ভক্তা এব গুণিনো, ভক্তা এব সুখিনো, ভক্তা এব নির্ভয়াঃ। ত[১] এব সুখং যুগে যুগে জীবন্তু, হতভাগ্যং জনং দর্শন-স্পর্শনালাপৈঃ কৃতার্থীকুর্বন্তু।

(তাহা) সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক হয় না। কৃষ্ণের সমগ্র স্বভাবটী (অন্য-) নিরপেক্ষরূপে বিলাসবিনোদময়, সেইহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনই সত্য বস্তু। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতের মিলনও (সত্য)। ইহাই ভক্তগণের নিকট যথার্থ বস্তু এবং জীবনও বটে। (কেহ কেহ যদি ইঁহাদের অন্য প্রকার মিলন চিন্তা বা মনে করে, তাহা হইলে তাহারা দর্শন ও স্পর্শনের অযোগ্য এবং তাহারা শ্রীগৌরহরির চরণপদ্ম পায় না।) কিন্তু বিষয়াসক্ত, (ব্যবসায়ী) পুরাণ-পাঠক, কুপণ্ডিত ও নানাপ্রলাপকারিগণের বুদ্ধি পৃথক্ পৃথক্ই হয়। হায়! হায়! তাহাদের দুরদৃষ্ট! হায়! হায়! তাহাদের মহা-সর্ব্বনাশ! অতএব, জগতে ভক্তগণই চতুর, ভক্তগণই ধন্য, ভক্তগণই সুপণ্ডিত, ভক্তগণই গুণবান্, ভক্তগণই সুখী এবং ভক্তগণই নির্ভয়। তাঁহারাই প্রতিযুগে সুখে জীবিত থাকুন্ এবং দর্শন, স্পর্শন ও আলাপ-দ্বারা হতভাগ্য জনকে কৃতার্থ করুন।

---

(১) ভক্তাঃ (ভঃ)

(১৩) এবমন্যচ্চ রহস্যং কিঞ্চিদ্বর্ণয়ামি। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রভুণা শ্রীনিত্যানন্দেনাবতারে সংহৃতে মহান্ প্রলয়ো ভবিষ্যতি। দেবতা[1]নিগ্রহৈ রাজনিগ্রহৈঃ প্রজা দুর্গতা ভবিষ্যন্তি। বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব মহান্তো দিনে দিনে ঈশ্বরসঙ্গমে চলিতাঃ। কেচিৎ কেচিদেব স্থাস্যন্তি, তেঽপি নিজপ্রভাবং সংহরিষ্যন্তি। কেবলমন্তঃপ্রীতিমেব নিগূঢ়ং প্রেম কদাচিৎ[2] কদাচিদেব বোধয়িষ্যন্তি। তত্তু মহদ্ভিরপি বোদ্ধুং ন শক্যতে। হরিকীর্ত্তনঞ্চ বিরলপ্রচারং ভবিষ্যতি। সৎ-সঙ্গশ্চ[3] বিরলঃ। ঈশ্বরসেবা চ মন্দং মন্দং স্যাৎ।

(১৪) তথাচ কর্মধর্ম-সাপেক্ষভক্তঃ, কর্মধর্ম-নিরপেক্ষ-পক্কযোগী, তথা অপক্কযোগী, তত্তদ্বেশধারী[4] চ,—এতেন

---

(১৩) এইরূপ আরও কিছু গুপ্তকথা বর্ণন করিতেছি। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবতারলীলা সংগোপন করিলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। দেবগণের ও রাজবর্গের নিগ্রহে সকল প্রজা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। সকল মহান্ত বৈষ্ণবগণ দিনে দিনে ঈশ্বরের সঙ্গপ্রাপ্তির জন্য ভগবদ্ধামে চলিতে থাকিবেন। কেহ কেহ থাকিবেন, তাঁহারাও নিজের প্রভাব সঙ্কুচিত করিবেন; কেবল (তাঁহাদের) আন্তরিক অনুরাগ নিগূঢ় প্রেমই কখনও কখনও প্রকাশ করিবেন। তাহা বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গও বুঝিতে অসমর্থ হইবেন। হরিকীর্ত্তনের প্রচার অল্প হইয়া যাইবে, সৎসঙ্গও একান্ত বিরল হইবে। ভগবানের সেবাও অল্প অল্প হইতে থাকিবে।

---

(১) দেব (শ্রীঃ); (২) (ভঃ) পুস্তকে নাই; (৩) সঙ্গমশ্চ (শ্রীঃ); (৪) তদ্বেশধারী (শ্রীঃ)

চতুর্ধা ভেদেন গ্রহণং স্যাৎ। তদৈতেন ভক্তিবর্ত্মনি (চন্দ্র-) প্রকাশে কলঙ্কং দৃষ্ট্বা মহান্তঃ কেবলং কিঞ্চিদপি নিগ্রহানুগ্রহং কর্ত্তুমসমর্থা মূর্চ্ছিতা ভবিষ্যন্তি। কিন্ত্বত্র* সার্বভৌমং প্রতি কথাপ্রশ্নোত্তরে যৎ প্রভুণা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন কথিতমাস্তে, তদেব কথয়ামি।

(ক) কর্মধর্মপরো বৈষ্ণবঃ সেবাকীর্ত্তন-ব্যবহারাদিকং সর্বং করোত্যেব। নিরপেক্ষোঽপি কর্মধর্মসাপেক্ষঃ। কর্মকাণ্ডে নিত্যনৈমিত্তিকে (কর্মণি) উপসন্নে কৃষ্ণকার্য্যবাধেঽপি তদেব করোতি, অতএব (কৃষ্ণ-) কর্মনিরপেক্ষো ন ভবতি। কর্মণ্যেব নিস্তারহেতুকাত্মভাবাৎ কৃষ্ণকর্মণ্যাত্মভাবো ন

---

(১৪) আরও, কর্ম্মধর্ম্মসাপেক্ষভক্ত (যাঁহারা বৈদিককর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বিচার করিয়া তাহার প্রাধান্যে আস্থাবান্, অথচ ভক্তির আচার স্বীকার করেন), কর্ম্মধর্ম্মনিরপেক্ষ ভক্ত (যাঁহারা বৈদিক কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ভক্তিসুখাভিলাষী), অপক্কযোগী (যিনি একান্তভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমে পূর্ণাধিকার পা'ন নাই) ও তত্ত্বদ্বেষধারী (সেই সেই মহতের অনুকরণে কেবল বাহ্যবেশ ধারণকারী),—এই চারি প্রকার ভেদে ভগবদ্ভক্তের গ্রহণ হইতে পারে। তৎকালে ইহার দ্বারা (শেষোক্ত প্রকার বেশধারী ছলভক্ত-দ্বারা) ভক্তিপথরূপ-চন্দ্রপ্রকাশে কলঙ্ক দেখিয়া মহাজনবর্গ কেবল কিয়ৎপরিমাণে শাসন ও প্রসাদ-দানে অসমর্থ হইয়া মোহগ্রস্ত-প্রায় থাকিবেন। কিন্তু, এই বিষয়ে সার্ব্বভৌমের প্রতি কথা-প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি।

---

* "কিন্ত্বত্র……কথয়ামি।"—বাক্যটী (ভঃ) পুস্তকে নাই।

জায়তে। কৃষ্ণসুখদুঃখে সমবর্ত্তিলোকেষু কর্ম্মধর্ম্মাদিকমেব গ্রাহয়তি[১]। বৈদিকশ্চেন্নিরপেক্ষমবৈদিকং পক্কযোগিনং গর্হয়তি। লোকানাঞ্চ বুদ্ধিং নাশয়তি। লোকাশ্চ ধার্ম্মিক-বৈষ্ণবানাং বচনং মান্যমিতি বুদ্ধ্যা মুহ্যন্তি। নিরপেক্ষপক্ক-যোগিষু লঘুবুদ্ধয়ো বিতর্কং কৃত্বা নশ্যন্তি। অতোঽস্য হৃদয়ং জ্ঞাতুং ন শক্যতে। তস্মাদয়মেব বৈষ্ণবো মহানিতি ব্যবহারাদিভির্মন্তব্যঃ, ন তু মহদ্ভিঃ পরমহংসভূতৈঃ।

(ক) যে বৈষ্ণব কর্ম্মধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, তিনি ভগবৎসেবা, নামকীর্ত্তন, বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারাদি সকলই করেন, নিরপেক্ষ হইলেও কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মে অপেক্ষাবিশিষ্ট। নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মকাণ্ড উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের কার্য্যের ব্যাঘাতেও তাহাই করেন, অতএব কর্ম্মকাণ্ডনিরপেক্ষ হইতে পারেন না। কর্ম্মেই নিস্তারের হেতু-বুদ্ধিতে আত্মভাব (বা অনুরাগ) থাকায় কৃষ্ণসেবাকর্ম্মে তাঁহার আত্মভাব (বা অনুরাগ) হয় না; কৃষ্ণের সুখে দুঃখে সমভাববিশিষ্টগণকে (উদাসীনগণকে) কর্ম্মধর্ম্মাদিই গ্রহণ করাইয়া থাকেন। আবার, যদি তিনি বেদবিহিত কর্ম্মনিষ্ঠ হন, তবে তিনি বেদাতীত নিরপেক্ষ পক্কযোগীকে নিন্দা করেন, সাধারণ লোকের বুদ্ধি নাশ করেন। লোকেরাও 'স্বধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণবগণের বচন মাননীয়'—এই বুঝিয়া মুগ্ধ হয়। উদাসীন পক্ক-যোগিগণের প্রতি হীনবুদ্ধিবিশিষ্টগণ সন্দেহ করিয়া নাশ-প্রাপ্ত হয়; অতএব পক্কযোগীর অন্তর জানিতে পারে না। সেইহেতু ইনিই (কর্ম্মনিষ্ঠই) মহা-বৈষ্ণব, এইরূপ ব্যবহারিক-জনগণ মনে করিতে পারে। কিন্তু, পরমহংস মহাজনগণ তাদৃশ বিচার করেন না।

---

(১) গ্রাহয়িষ্যতি (ভঃ)

(খ) (১) কর্মনিরপেক্ষঃ কৃষ্ণসাপেক্ষঃ[১] পক্কযোগী তু মহদ্ভিঃ সর্বৈরেব পরমহংসভূতৈঃ পূজ্যতে, সাধুবাদঃ ক্রিয়তে[২] আত্মভাবশ্চ যথা কৃষ্ণে তথা ক্রিয়তে। তস্মাৎ কর্মসাপেক্ষঃ প্রাকৃতেষু মহান্, কৃষ্ণসাপেক্ষঃ সাধুষু মহানিতি।

(২) পক্কযোগিনশ্চরিত্রং শ্রূয়তাম্। কর্মধর্মাদিকং ন জানাতি, শ্রীকৃষ্ণরস-যশোরাশি-[৩]বিলাসবিনোদ-ভাবকলা-ভাবনাতিমগ্নহৃদয়ঃ কেবলং মধুপানমত্ত ইব বিস্মৃত ইব। কর্মধর্মাদিকং হৃদয়ে তস্য ন প্রবিশতি। নিরন্তরং কৃষ্ণচরিতং গায়তি, শৃণোতি, ধ্যায়তি, নৃত্যতি। আত্মভাবাৎ প্রেম-গাম্ভীর্য্যোন্মাদাশ্রুপুলক-কম্পমূর্চ্ছা-সিংহনাদ-হাস্যরোদন-চিত্ত-প্রসাদ-শোকনির্মলসকলজনপ্রীতির্নিরন্তরং কৃষ্ণসংসারনির্বাহা-দিভিরানন্দময়বিগ্রহঃ কদাচিদাত্মানমপি[৪] ন জানাতি। কিমন্যদ্বা ক্রমঃ।

(খ) (১) কিন্তু, কর্ম্মে উদাসীন, কৃষ্ণে তৎপর পক্কযোগী সকল পরমহংস-কর্তৃক পূজিত হন। যেরূপ কৃষ্ণের প্রতি তদ্রূপ (তাঁহাতে) আপনভাবও করা হয়। অতএব, কর্ম্মসাপেক্ষ ব্যক্তি প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে মহান্ এবং কৃষ্ণসাপেক্ষ পক্কযোগী সাধুগণের মধ্যে মহান্।

(২) পক্কযোগীর চরিত্র শ্রবণ করুন। তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ, তাঁহার যশঃ, বিলাস, বিনোদ, ভাব ও কলা প্রভৃতিতে অতীব নিমগ্ন বলিয়া কেবল মদ্যপানে উন্মত্তের ন্যায় এবং আত্মবিস্মৃতের ন্যায়

---

(১) (ভঃ) পুস্তকে নাই ; (২) 'সাধুবাদঃ ক্রিয়তে' (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই ;
(৩) রাশি- (শ্রীঃ) পুস্তকে নাই ; (৪) আত্মানমেব (শ্রীঃ)

(গ) তথা নিরপেক্ষভক্তজন ঈদৃশভক্তিমানপি তদ্‌-গুণানুসারেণ সকলং কর্ম করোতি। কদাচিৎ* তৎসুখমপি লভতে। কিন্তু, দৃষ্টান্তেন কর্ম করোতি, তচ্ছক্তিমান্ ন ভবতি। অতঃ সুখে পতন্ বিভেতি, দুঃখে পতন্নুদ্বিজতে[১], প্রেমপ্রাগল্‌ভ্যঞ্চ ন লভতে। কদাচিদ্‌ দম্পতিভাবাবিষ্ট-মতির্বিষয়ে পততি, তামাকর্ষিতুং ন শক্নোতি, অতস্তদাসক্তিঞ্চ লভতে। আসক্তস্য কদাচিৎ পথঃ স্খলনং স্যাৎ। এতদেবা-পক্বযোগিনাং মহতী ক্ষতিঃ স্যাৎ। কিন্তু, স্খলিতস্যাপি কালান্তরে সৈব ভক্তিঃ সমুদেতি। তচ্চ প্রভোর্গুণবৈভবাৎ স্বাত্মহতাং দর্শনাৎ। পশ্য পশ্য, যথা যস্য ক্ষুধাশক্তি-স্তদনুরূপভোজনং পথ্যং চ স্যাৎ, বলঞ্চ বিদধাতি, শ্রিয়ঞ্চ পুষ্ণাতি। অন্যথাল্পক্ষুধায়াং বহুতরক্ষুধাবতাং ভোজনসম-

তিনি কর্ম্মধর্ম্মাদি (কিছুই) জানেন না। তাঁহার হৃদয়ে কর্ম্ম-ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রবেশ করে না। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণচরিত গান করেন, শ্রবণ করেন, ধ্যান করেন এবং নৃত্য করেন। শ্রীকৃষ্ণে আত্মভাব-হেতু অর্থাৎ গাঢ়ানুরাগ থাকায় (সেই পক্বযোগীর) প্রেম-গাম্ভীর্য্য, উন্মাদ, অশ্রু, পুলক, কম্প, মূর্চ্ছা, সিংহনাদ, হাস্য, রোদন, চিত্তের প্রসন্নতা, (কৃষ্ণবিরহ-জনিত) শোক ও নির্ম্মল সর্ব্বজন-প্রীতি হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণের সংসার-পরিচালনাদি-দ্বারা আনন্দময় দেহে কখনও বা নিজকে ভুলিয়া যান। অধিক আর কি বলিব ?

(১) 'পতন্ বিভেতি' (ভঃ); * "কদাচিৎ দম্পতি- ...... পথ্যং চ স্যাৎ।" —ইহা (ভঃ) পুস্তকে নাই।

ভোজনে কশ্চিদ্বুধো জনঃ সামর্থ্যং ন লভতে। তস্মাৎ তদ্দেহমপি নিরন্তরং[১] ভক্তিযোগমিব নিজং বোঢ়ুং ন শক্তঃ। তস্মাদপক্কযোগী দিনে দিনে ভক্তিবিধ্বংসাৎ বিষয়রসলালসা-ল্লক্ষণীয়ঃ।

(গ) সেইরূপ (কর্ম্মধর্ম্মে) উদাসীন ভক্তজন এইরূপ ভক্তিমান্ হইয়াও তাঁহার (পক্কযোগীর) গুণের অনুসরণে সেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কখনও সেই আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু, (পক্কযোগীর) দৃষ্টান্তানুসারে কর্ম্ম করেন, (অথচ) সেই শক্তিবিশিষ্ট হন না। অতএব, সুখে পড়িয়াও ভীত হন, দুঃখে পড়িয়াও উদ্বিগ্ন হন এবং ভগবৎপ্রীতিতে পরিপক্কতা (দৃঢ়তা) লাভ করিতে পারেন না। কখনও বা (তাঁহার) পতি-পত্নীভাবে আবিষ্ট-বুদ্ধি (মন) বিষয়ে ধাবিত হয়, (তাহাকে) মনকে (বিষয় হইতে) আকর্ষণ করিতে পারেন না; অতএব, তাহাতেই আসক্তি লাভ করেন। (তাদৃশ) বিষয়াসক্তের কখনও (ভক্তি-) মার্গ হইতে স্খলন হয়। ইহাই অপক্কযোগীদের মহাক্ষতি। কিন্তু, স্খলিত জনেরও সময়-ক্রমে সেই ভক্তিই সমুদিত হয়। তাহাও প্রভু শ্রীকৃষ্ণের গুণবৈভব হইতে (এবং) মহতের দর্শন হইতেই হয়। দেখুন, দেখুন, যাহার যতটুকু ক্ষুধার বল, তাহার পক্ষে তদনুরূপ ভোজনই হিতকর হয়; (তাহা) বল উৎপাদন করে এবং (দেহের) শোভা বর্দ্ধন করে। অন্যথা, অল্প ক্ষুধায় অধিকতর ক্ষুধাগ্রস্ত জনের ভোজনের সমান ভোজন করিলে কোনও বিজ্ঞজন সামর্থ্য লাভ করেন না। ফলে, (তিনি) ভক্তিযোগের ন্যায় সেই নিজ দেহকেও নিরন্তর বহন করিতে পারেন না। অতএব, দিনে দিনে ভক্তিনাশহেতু বিষয়রসস্পৃহা-দর্শনে অপক্কযোগীকে চিনিতে হইবে।

---

(১) চিরন্তনং (শ্রীঃ)

(ঘ) (১) তথাচ, পক্বযোগিদৃষ্টান্তেন কেচিদ্বেশধারিণঃ কৃষ্ণভক্তিনিদর্শনমাত্রং, হরিকীর্ত্তনকপটেন[১] নানাসুখ-বিলাসং, পক্বযোগিপ্রায়ং স্বেচ্ছাবিহারং প্রকটয়ন্তঃ সর্বান্ প্রাকৃতজনান্ ভ্রাময়ন্তি। কিন্তু, যেনৈব কপটসুখবিলাস-বিনোদেন লোকান্ ভ্রাময়ন্তি তেনৈব বিলাসাদিবিশেষেণ তানেব বেশধারিণো গ্রসন্তি[২]। নিরন্তরং তেনৈব বিষয়-রসেন বিষয়িণামপি বিষয়িণো ভবন্তি; বৈষ্ণবাভিজাত্যেন তেষামন্তিকং ন গচ্ছন্তি; কুগ্রামবাসিনাং প্রাকৃতানা-মেবাশ্রমং[৩] ভজন্তে, প্রাকৃতজনানামেব সঙ্গং কুর্বন্তি। কদাচিৎ কৃষ্ণগুণমহিম্না বিনৈবানুরাগেণ পুলক-প্রেমাদিকং বাহ্যরসেন নর্ত্তকানামিব জায়তে। তদপি দিনে দিনে বিনাশং যাস্যতি। বৈষ্ণবানাঞ্চ তে গর্হিতা ভবিষ্যন্তি।

(ঘ) (১) আরও, পক্বযোগীর দৃষ্টান্তে (অনুকরণকারী) কতকগুলি বেষধারী ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তির বাহ্যচিহ্নমাত্র, হরিকীর্ত্তনের ছলে নানাবিধ সুখসম্ভোগ, পক্বযোগীর ন্যায় স্বেচ্ছা-বিহার প্রকটিত করিয়া প্রাকৃত জনগণকে ভ্রান্ত করে। কিন্তু (তাহারা) যে সকল কপট, সুখসম্ভোগ ও আমোদের দ্বারা লোকদিগকে ভুলায়, সেই সকল বিলাস-বিশেষই সেই বেশধারিগণকে গ্রাস করে। সর্ব্বদা সেই বিষয়রসের দ্বারাই সাধারণ বিষয়ী অপেক্ষাও অধিকতর বিষয়ী হইয়া পড়ে; উত্তম বৈষ্ণবাভিমানে তাঁহাদের নিকটে যায় না; হীন গ্রামবাসী, প্রাকৃত (গ্রাম্য) লোকের

---

(১) হরিকীর্ত্তন-প্রকটেন (ভঃ); (২) গ্রাহয়িষ্যন্তি (ভঃ); (৩) আশ্রয়ং (ভঃ)

তস্মাদ্ বৈষ্ণবসঙ্গালাপাদিবিমুখানাং যানি সঙ্গান্তরাণি তানি বিষ্ণুভক্তদূষণানি। এতেন বাহ্যভূষণভূষিতা অপি গতশ্রীকাঃ সৎসঙ্গহীনাঃ সর্বৈরেব দূষণীয়াঃ সর্বৈরেব[1] লক্ষিতব্যাঃ। ইতি পরীক্ষা।

(২) এতেন তু কেবলং যে চতুরা গভীরভাগবতাস্তে তামেব প্রীতিমন্বেষয়ন্তো লোকে চ সর্বং বোধয়িষ্যন্তি। তস্যা এব প্রেমারম্ভঃ স্ফুটমস্ত্যেব। তস্মাদবতারে সংহৃত ইতি চিত্তদৌর্বল্যং ত্যক্তুমর্হন্তি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ প্রীতিপ্রেমবিগ্রহঃ ; যদি প্রীতিপ্রেমা ইহার্পিতস্তর্হি অবতারেশভক্তিরপ্যস্তি[2]।

গৃহ আশ্রয় করে এবং তাহাদেরই সঙ্গ করে। কখনও কৃষ্ণের গুণ ও মহিমাজনিত প্রেম ব্যতীতই প্রাকৃতরসে নর্ত্তকদিগের ন্যায় (তাহাদের শরীরে) পুলক ও ভাবপ্রভৃতি প্রকাশ পায়। (পরে) তাহাও (অর্থাৎ কৃত্রিম ভাবপ্রকাশ) দিন দিন লোপ পায়। তাহারা বৈষ্ণবগণের নিন্দা-ভাজন হয়। অতএব, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গ ও আলাপাদিতে বিমুখ ব্যক্তিগণের যে অপর প্রাকৃত-সঙ্গ, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে দোষজনক। এই কারণে (তাহারা) বাহ্য ভূষণে ভূষিত হইলেও শ্রীহীন, সৎসঙ্গহীন, সকলের নিন্দনীয়রূপে, (তাহাদিগকে) সকলেরই লক্ষ্য করা উচিত। এই প্রকারে (ভক্তভেদ) পরীক্ষা।

---

(১) "দূষণীয়াঃ সর্বৈরেব"—(ভঃ) পুস্তকে নাই। (২) অবতারেঽপ্যস্ত্যেব (ভঃ)

(৩) তথাচাঙ্গসঙ্গিনো মহান্তঃ কেবলমেতৎ কারণমুদ্দিশ্যৈব সর্বপ্রাণিনিস্তারেহত্র যন্নিঃসীমদুঃখং তদ্বিরহজং মরণাদপ্যধিকং ক্লেশেন সহমানা অপি[১] হরিকীর্ত্তনং হরিসেবাং সৎসঙ্গং মহাজনপূজাং সর্বেষু প্রীতিং প্রেমাণঞ্চ বোধয়ন্তঃ কেবলং ধরণীমণ্ডলে নিজপ্রভোর্যশোরাশি-বিলাসবিনোদ-কলাঞ্চ কালে কালে উৎসন্নামেব স্বয়ং মৃতঃ শ্বসন্নিব নিজ-দৈহিকসুখং বহ্নৌ নিক্ষিপ্য স্থাপয়িষ্যন্তি। তথাহি,—

---

(২) এই হেতু, যাঁহারা নিপুণ গম্ভীরস্বভাব ভাগবত, কেবল তাঁহারা সেই বিশুদ্ধা প্রীতির অন্বেষণপূর্ব্বক জগতে সকলকে শিক্ষা দিবেন। সেই প্রীতি হইতেই প্রেমের স্পষ্ট আরম্ভ হইবে। অতএব (শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের) অবতারলীলা সংহৃত হইল বলিয়া যে, চিত্তের দুর্ব্বলতা তাহা ত্যাগ করা উচিত। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র দয়া ও প্রেমের মূর্ত্তি ; যদি ইঁহাতে আনন্দভরে প্রেম অর্পিত হয়, তাহা হইলে সকল ভগবদবতারের প্রভু (অবতারী) শ্রীকৃষ্ণেও ভক্তি (প্রেম) হয়।

(৩) আরও, ভগবানের নিত্যপরিকর মহাজনবর্গ কেবল এই হেতুকে উদ্দেশ করিয়াই সর্ব্বজীবের পরিত্রাণের নিমিত্ত এই জগতে মরণ অপেক্ষাও অধিকতর, ভগবানের বিরহজনিত যে অনন্ত দুঃখ (তাহা) ক্লেশের সহিত সহ্য করেন। তাঁহারা হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা, সৎসঙ্গ, মহাজনের পূজা, সকল জীবের প্রতি প্রীতি ও ভগবচ্চরণে অকপট প্রেম-শিক্ষা দানপূর্ব্বক স্বীয় দৈহিক সুখকে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মৃতের পুনর্জীবনের ন্যায় কালে কালে বিনষ্ট নিজপ্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) যশোরাশি, বিলাস, বিনোদ-কলা সমগ্র পৃথিবীতে কেবল স্থাপন করিবেন।

---

(১) 'সহমানা অপি' স্থলে 'সহন্তে।' (শ্রীঃ)

স্বদুঃখৈঃ পরদুঃখানি নাশয়ন্তি মহাজনাঃ।
পরার্থ এব সাধূনাং বিভূতির্জীবনং সুখম্ ॥ ২৯ ॥

তথা চ শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৮।৩০)—

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥ ৩০ ॥

অঃ—২৯। মহাজনাঃ (মহাশয় লোকগণ) স্বদুঃখৈঃ (নিজ দুঃখদ্বারা অর্থাৎ আপনারা ক্লেশ সহ্য করিয়াও) পরদুঃখানি (পরের কষ্টসকল) নাশয়ন্তি (মোচন করিয়া থাকেন)। [কারণ] পরার্থে এব (পরের জন্যই) সাধূনাং (সজ্জনবর্গের) বিভূতিঃ (ঐশ্বর্য্য), জীবনং (প্রাণ) সুখম্ (ও আনন্দ)।

অনুঃ—২৯। মহাজনগণ নিজ দুঃখ-দ্বারা (অর্থাৎ নিজে দুঃখ বরণ করিয়াও) পরের দুঃখ মোচন করেন। (কারণ), পরার্থেই সাধুগণের ধন, প্রাণ ও সুখ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে, যথা—

অঃ—৩০। শ্রেয়স্কামৈঃ (ভক্তিরূপ নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী) নৃভিঃ (মনুষ্যগণের) ভবদ্বিধাঃ (আপনাদের তুল্য) অর্হসত্তমাঃ (পূজ্যতম সজ্জনশ্রেষ্ঠ) মহাভাগাঃ (মহাজনবর্গ) নিত্যং (নিরন্তর) নিষেব্যাঃ (সেবনীয়); দেবাঃ (দেবগণ) স্বার্থাঃ (স্বার্থপর), [কিন্তু], ন সাধবঃ (সাধুগণ সেরূপ নহেন, অর্থাৎ তাঁহারা পরার্থে তৎপর)।

অনুঃ—৩০। শ্রেয়স্কামী মনুষ্যগণ আপনাদের তুল্য পূজ্যতম সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহাজনগণকে সর্বদা সেবা করিবে। দেবতারা স্বার্থপর, (কিন্তু,) সাধুগণ তাহা নহেন।

(৪) তস্মাৎ সর্বে সাবধানা যত্র যত্র প্রীতিলালসা, যত্র যত্র কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গো, যত্র যত্র হরিকীর্ত্তনং, যত্র যত্র হরিযশোবর্ণনে শুশ্রূষা, যত্র যত্র কৃষ্ণস্য চ প্রসঙ্গে[১] বৈষ্ণবে সাধুবাদঃ, তত্রৈব তৎপরা ভবন্তু, সর্বত্র প্রীতিং কুর্বন্তু। তদেব দিনে দিনে সর্ব-সুসম্পন্নং[২] ভবিষ্যতি। কেবলং প্রীতিঃ প্রেমৈব প্রভোরস্ত্রম্। তদ্ যদি সমুদেতি, তদা সর্বেঽসুখিনোঽপি[৩] সুখিনো ভবন্তি, শোচিতুং নার্হন্তি।

শাখাসহস্রং বেদেঽস্মিন্ নৈকশাখা প্রভোঃ প্রিয়া।
সৎফলং প্রীতিরেবাস্য ততঃ কিং নাস্তি ভূতলে ॥ ৩১ ॥

---

(৪) অতএব সকলে সাবধান হইয়া যে যে স্থানে ভগবদনুরাগে লোভ, যে যে স্থানে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ, যে যে স্থানে শ্রীহরির (বিশুদ্ধ) কীর্ত্তন, যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলাদি-বর্ণনের শ্রবণেচ্ছা, যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের প্রশংসা, সেই সেই স্থানেই [মিলিত হইতে] আগ্রহবিশিষ্ট হউন, সকল স্থানে প্রীতি করুন। তাহাই দিনে দিনে সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হইবে। প্রীতি ও প্রেমই প্রভুর একমাত্র অস্ত্র। তাহা যদি হৃদয়ে সমুদিত হয়, তাহা হইলে সকলেই সুখী হন এবং তাঁহাদিগকে (আর) শোক করিতে হয় না।

অঃ—৩১। অস্মিন্ বেদে (এই বেদশাস্ত্রে) শাখাসহস্রম্ (সহস্র শাখা আছে), [তাহাদের মধ্যে] একশাখা (একটী শাখাও) প্রভোঃ

---

(১) 'কৃষ্ণস্য চ প্রসঙ্গে' স্থলে 'চ কৃষ্ণ-' (ভঃ, শ্রীঃ); (২) সুসম্পন্নং (ভঃ, শ্রীঃ); (৩) অসুখিনোঽপি (ভঃ, শ্রীঃ) পুস্তকে নাই।

প্রীতিঃ প্রার্থ্যা সতামগ্রে প্রীতিঃ প্রার্থ্যা মহাজনে।
প্রীতিরারোপণীয়া স্বে হৃদি প্রীতিং নিবোধয়[১] ॥ ৩২ ॥

জগদ্ধনং কৃষ্ণ এব বৈষ্ণবাস্তদুপাধিকাঃ।
প্রেমপ্রীতিস্ততোঽপ্যগ্র্যা পরং প্রীতের্ন কিঞ্চন ॥ ৩৩ ॥

(প্রভুর) ন প্রিয়া (প্রিয় নহে)। প্রীতিঃ এব (প্রেমই) অস্য (এই বেদের) সৎফলম্ (উৎকৃষ্ট ফল)। ততঃ (তাহা অপেক্ষা) [উৎকৃষ্ট] ভূতলে (পৃথিবীতে) কিম্ (কিছুই) নাস্তি (নাই)। (অঃ—৩১)

অঃ—৩২। সতাম্ (সাধুগণের) অগ্রে (সমীপে) প্রীতিঃ (প্রীতি) প্রার্থ্যা (প্রার্থনা করিবে), মহাজনে (মহাজনের প্রতি) প্রীতিঃ (প্রেম) প্রার্থ্যা (প্রার্থনা করিবে), স্বে হৃদি (নিজহৃদয়ে) প্রীতিঃ (অনুরাগ) আরোপণীয়া (রোপণ করিবে), প্রীতিম্ (প্রণয়ের বিষয়) [অপরকে] নিবোধয় (উপদেশ দিবে)।

অঃ—৩৩। কৃষ্ণঃ এব (শ্রীকৃষ্ণই) জগদ্ধনম্ (পৃথিবীর ধন), বৈষ্ণবাঃ (বৈষ্ণববর্গ) তদুপাধিকাঃ (সেই ধন অপেক্ষা কিছু অধিক)। ততঃ অপি (তাঁহাদের অপেক্ষাও) প্রেম-প্রীতিঃ (গাঢ় অনুরাগ) অগ্র্যা (শ্রেষ্ঠা); প্রীতেঃ (প্রণয় অপেক্ষা) পরং (শ্রেষ্ঠ) ন কিঞ্চন (কিছুই নাই)।

অনুঃ—৩১। এই বেদে সহস্র শাখা আছে। (কিন্তু, তন্মধ্যে) একটী শাখা (ও) প্রভুর প্রিয় নহে। প্রীতিই এই বেদশাস্ত্রের উত্তম ও নিত্য ফল। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূতলে (আর) কিছুই নাই।

---

(১) নিরোধয় (ভঃ)

অরুণাম্ভোজচরণে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ।
মনোবাক্কায়জং প্রেম বর্দ্ধতাং মে দিনে দিনে ॥ ৩৪ ॥

বৈষ্ণবে প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিরাস্তাং প্রভোর্গুণে।
সেবায়াং প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিরার্ত্তিশ্চ কীর্ত্তনে ॥ ৩৫ ॥

আশ্রিতে প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিশ্চ ভজনোন্মুখে।
আত্মনি প্রীতিরাস্তাং মে কৃষ্ণে ভক্তির্যথা[১] ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমন্নরহরি-সরকারঠক্কুর-বিরচিতং
শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতং সম্পূর্ণম্ *।

অঃ—৩৪। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ (মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের) অরুণাম্ভোজচরণে (রক্তপদ্মতুল্য চরণযুগলে) দিনে দিনে (প্রতিদিন) মে (আমার) মনোবাক্‌কায়জং প্রেম (মানসিক, দৈহিক ও বাচনিক প্রীতি) বর্দ্ধতাম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক্)।

অঃ—৩৫-৩৬। বৈষ্ণবে (বিষ্ণুভক্তে) মে (আমার) প্রীতিঃ (প্রণয়) আস্তাম্ (রহুক্), প্রভোঃ (মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের) গুণে (ভক্তবাৎসল্যাদিতে) প্রীতিঃ (আমার প্রণয়) আস্তাম্ (রহুক্), সেবায়াং (ভগবানের পরিচর্য্যাতে) মে (আমার) প্রীতিঃ (প্রীতি) আস্তাম্ (রহুক্) চ (এবং) কীর্ত্তনে (শ্রীহরির নাম, গুণ, লীলাদির কথনে) প্রীতিঃ আর্ত্তিশ্চ (আমার অনুরাগ ও সমাগ্রহ) আস্তাম্ (রহুক্)। আশ্রিতে (শরণাগত জনে অথবা আশ্রয়-বিগ্রহে) মে (আমার) প্রীতিঃ (অনুরাগ) আস্তাম্ (থাকুক্), ভজনোন্মুখে (ভজনোন্মুখ জনে) প্রীতিঃ চ (অনুরাগ থাকুক্)। আত্মনি (নিজ চেতন-স্বরূপের প্রতি অথবা

---

(১) কৃষ্ণভক্তির্যথা (শ্রীঃ) ; * 'ইতি শ্রীমন্নরহরিমুখোদিতং শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতং সমাপ্তম্' (শ্রীঃ)

আত্মবস্তু জীবের প্রতি) মে (আমার) প্রীতিঃ (প্রীতি) আস্তাম্ (থাকুক্)—যথা (যাহাতে) মে (আমার) কৃষ্ণভক্তিঃ (শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অনুরাগ) ভবেৎ (লভ্য হয়)। (অঃ—৩৫-৩৬)

অনুঃ—৩২। সাধুগণের নিকটে প্রীতি প্রার্থনীয় ; মহাজনের প্রতি প্রীতি প্রার্থনীয় ; নিজ হৃদয়ে প্রীতি রোপণীয় ; (অপরকে) প্রীতি উপদেশ কর।

অনুঃ—৩৩। শ্রীকৃষ্ণই জগতের ধন ; বৈষ্ণবগণ সেই ধন অপেক্ষা কিছু অধিক ; তাঁহাদের অপেক্ষাও প্রেমপ্রীতি শ্রেষ্ঠ ; প্রীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (আর) কিছুই নাই।

অনুঃ—৩৪। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর রক্তপদ্মসদৃশ শ্রীচরণে আমার শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক প্রীতি প্রতিদিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক্।

অনুঃ—৩৫-৩৬। বৈষ্ণবে আমার প্রীতি রহুক্, শ্রীমন্মহা-প্রভুর (ভক্তবাৎসল্যাদি) গুণে আমার প্রীতি রহুক্, (ভগবানের) সেবায় আমার প্রীতি রহুক্ এবং কীর্ত্তনে আমার প্রীতি ও আর্ত্তি রহুক্। আশ্রিত-জনে (বা আশ্রয়-বিগ্রহে) আমার প্রীতি থাকুক্, ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক্, নিজচেতন-স্বরূপে বা জীবে আমার প্রীতি থাকুক্—যাহাতে (যাহার ফলে) আমার কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয়।

ইতি শ্রীমন্নরহরি-সরকারঠাকুর-বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত"

সমাপ্ত।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

(শ্রীবিদগ্ধমাধবম্—১অঃ, ২ শ্লোঃ)

পরিশিষ্ট

শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ-লিপির পাঠভেদ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ	লিপির পাঠ
৮	২	শ্রুতিঃ প্রসিদ্ধৈব	স্মৃতিপ্রসিদ্ধমেব
	৭	জ্ঞাতব্যঃ	ধ্যাতব্যঃ
	৯	জ্ঞাতব্যাঃ	ধ্যাতব্যাঃ
৯	৭	ভূষণৈব	ভূষণরূপা
১১	৫	জ্ঞাতবন্তঃ	জ্ঞানবন্তঃ
১৪	২	কিম্	বলম্
	৪	দেয়ম্	দত্যাৎ
	৫	গুরুষু	তদেবং গুরুষু
	৫	হেলা	হেলা কর্ত্তব্যা
	৬	পিতরি	পিত্রে
	১০	গুরুরেব	কৃতায়াং গুরুরেব
১৫	৫	গর্হয়ন্তি	বৃথৈব গর্হয়ন্তি
	৭	মহদ্ভিঃ	মহদ্ভির্জ্জানিভির্বা
	৮	কলঙ্কে	কলঙ্কং শ্রুত্বা
	৯	স্ববুদ্ধ্যা	স্ববুদ্ধ্যা
	১০	তদ্দাস্যে	আত্মানং তদ্দাস্যে তদা
১৬	৩	"গুরোর্দণ্ডঃ"	"গুরুর্দণ্ড্যঃ"
	৫	নাষ্যো দণ্ডো	পরিত্যাগো
১৭	১	অনেন	ইত্যনেন
	২	স্বভাবত	স্বভাবস্তু
	৩	প্রখ্যাপনং	প্রখ্যাপনমেব
	৪	স্ববুদ্ধ্যা	শৃণ্বন্তি স্ববুদ্ধ্যা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ	লিপির পাঠ
১৭	৮	নো	চেন্ন
	১০	আস্থরগুরুং	অস্থরগুরুং
১৮	১	অথ	তথাচ
১৯	১	স্থষ্টিমারভতে	স্থষ্টিরারভতে
২৫	৩	সম্পত্তিকথা	সম্পত্তিঃ কথিতা
৩৬	৪	সকলেন্দ্রিয়ৈঃ	সকলৈঃ স্ত্রীজনৈঃ
৫০	৬	মৃতঃ শ্বসান্নব	মৃতাঃ শ্বসন্ত ইব
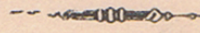
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথির (২৪৪৫ নং) পাঠভেদ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ	পুঁথির পাঠ
৭	৫	অথ…বিবৃণোতি—	[এই অংশ নাই]
	৭	বিমৎসরাঃ	অবিমৎসতি বা
৮	২	শ্রুতিঃ প্রসিদ্ধৈব	শ্রুতিপ্রসিদ্ধৈব
	২	অত্র	তত্র
	৮	প্রভবাস্তেঽপি	প্রভবাস্তত্র
	৯	ইতরে বা	ইতর এব বা
৯	৩	প্রধানপ্রকৃতিরেব	প্রধানভূপ্রকৃতিরেব
	৫	ব্যবহর্ত্তব্যা	ব্যবহর্ত্তব্যম্
	৮	বীজীভূতা	বীজভূতা
১০	১	অথ…বিবৃণোতি	[এই অংশ নাই]
	২	পূর্ব্বপক্ষাণাং	পূর্ব্বপক্ষাণাং প্রথমতঃ ক্রমেণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ	পুঁথির পাঠ
১০	৭—১০	তেষাং…জ্ঞানাৎ	[নাই]
১৩	১	বিলোকনাৎ	বিবর্জ্জিতাঃ
১৪	২	কিম্	বলম্
	৮	বৈষ্ণবানাং	বৈষ্ণবাঃ
	৯	সেবনং	বলং
১৫	১০	তদ্দাস্থে গণয়ন্তি	ন তদা গর্হয়ন্তি
১৬	৩	চেন্ন।	চেন্ন, তত্রাপি
১৭	১১	ভক্তিমন্তং	শক্তিমন্তং
১৮	৩	উদারে	উদরে
২০	৪	বিমোচকৈঃ	[নাই]
	৫	স্বপ্রভাবশীলং	স্বভাবশীলম্
২৪	৮	বাসুদেবরূপ-বৈভবম্	বাসুদেবরূপী বৈভবম্
২৮	৩	নো	আদীনাং ন
	৩-৪	এতেন…তাৎপর্য্যার্থঃ	[নাই]
	৫	জানন্তি।	জানন্তি। কিমন্যদ্বা, মত্বাপি স্বত এব জানন্তি
৩০	৫	লম্পটঃ।	লম্পটঃ। এবং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ ভবস্য চ ভবানীতি। অবতারে তু লক্ষ্মীরূপা জানকী রুক্মিণী চ রাজরাজেশ্বর-বৈভবানুমানেন ঈশ্বরস্য পরমপ্রেয়সী, তস্যাং তস্যাং ঈশ্বরোঽপি লম্পটঃ।
৩১	৮	শ্রেয়ঃপ্রকাশঃ	প্রিয়প্রকাশঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ	পুঁথির পাঠ
৪৬	১	ঈদৃশভক্তিমানপি	ঈশভক্তিমানপি
	২	গুণানুসারেণ···করোতি	গুণানুসারেণ তদেব তদেব চরিত্রমনুকরোতি পুনরেতদেব কৃতং কৰ্ম্ম স্বয়ং তত্ত্বেন ন জানাতি, শ্রীকৃষ্ণস্বভাবঞ্চ ন ত্যজতি। শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ ইতি। অপক্কযোগী তু পক্কযোগিকৰ্ম্মানুসারেণ সকলং কৰ্ম্ম করোতি।
৫৪	৭	সরকারঠক্কুরবিরচিতং	সরকারঠক্কুরবদনবিনির্গতং

সংশোধন

৪৬ পৃঃ ২য় পং 'কদাচিৎ' এর পর তারকা (*) চিহ্নের পরিবর্ত্তে ৫ম পংক্তিতে 'কদাচিৎ' এর পর তারকাচিহ্নটি বসিবে।

৫০ পৃঃ ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "মৃতঃ শ্বসন্নিব" স্থলে "মৃতাঃ শ্বসন্ত ইব" হইবে।